বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৬ সংখ্যা। | বৈশাখ ১২৯৮—মে ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ফল— এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার ২১৫১, এফ, এতে ৭৬১ এবং বি, এতে ২৩৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের নাম ;—

এ এস্ ম্যাক্	১ম	দার্জ্জিলীং গের্লস স্কুল
কন্নসিক	,,	,,
মিস্‌ টেলর	,,	,,
এন বার্টলেট	২য়	,,
জি ডাকষ্টা	,,	,,
মেরী মেল	,,	,,
ডি সুজা	,,	কলিকাতা ঐ
ইষ্ট হার্ট	,,	,,
প্রিয়বালা রায়	,,	,, বেথুন স্কুল
নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোঃ	,,	,,
প্রভাবতী রায়	,,	,,
ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	২য়	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ স্কুল
বিমলাবালা রাহা	৩য়	,,
এস কৃসনার	১ম	ডবটন্ ইনঃ
জে উইদেবেল	,,	,,
আইডা ডিক্রুজ	২য়	,,
এলিস কাল্ডোয়েল	১ম	,,
মার্থা হার্পার	,,	,,
লিলিয়ান বর্জেন	২য়	লোরেটো হাউস
মেরী ওয়েষ্ট	,,	লামার্টিনিয়ার
এম ওয়াইড	,,	,,

বেথুন কলেজ হইতে বিএ পরীক্ষায় শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত এবং এফ এ পরীক্ষায় কুমারী শশিবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, এলেন চন্দ্র, চারুপ্রভা বসু ও সুরবালা ঘোষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লোক সংখ্যা—বর্ত্তমান বর্ষের গণনানুসারে ব্রিটিষ ভারতের অধিবাসী

সংখ্যা ২২ কোটী, ৪ লক্ষ, ৯০ হাজার। মিত্র রাজ্যের সহিত ধরিলে সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটী ৫০ লক্ষ। ১০ বৎসরে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ বাড়িয়াছে। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৭ কোটী ১০ লক্ষ। কলিকাতায় ৬ লক্ষ, ৭৪ হাজার, বোম্বাইতে ৮ লক্ষ ৬ হাজার এবং মান্দ্রাজে ৪ লক্ষ, ৪৫ হাজার লোকের বাস।

ভারতেশ্বরীর হিন্দী শিক্ষা।—৪ জন এদেশীয় এবং ১ জন হিন্দীভাষাজ্ঞ ইংরাজ ইঁহার শিক্ষক। মহারাণী হিন্দীতে চিঠীপত্র লিখিতে বেশ শিখিয়াছেন।

অহিফেনের বিরুদ্ধে আন্দোলন—বিলাতে কমন্স সভায় এই তর্ক উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের খৃষ্টধর্ম্মযাজক ও প্রচারকগণ এই আন্দোলনের মূল কারণ। সুরার ন্যায় এ মাদকেও দমন আবশ্যক।

আনি বেজাণ্ট—এই বিদুষী রমণী নাস্তিক বলিয়া পরিচিতা ছিলেন, এখন থিওজফীর প্রচারিকা হইয়া আশ্চর্য্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। আমেরিকাস্থ থিওজফী সভার বার্ষিক অধিবেশনে ইনি ইংলণ্ড হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন, ইংরাজদিগের সমাজ ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংস্কার বিষয়ে কতক গুলি বক্তৃতা করিবেন।

ডাকবিভাগে স্ত্রীলোক—লণ্ডন পোষ্ট আফিসে যত গুলি কর্ম্মচারী আছে, তাহার ষষ্ঠাংশ স্ত্রীলোক।

মণিপুরের ভীষণ কাণ্ড।—গত ২৪এ মার্চ্চ আসামের চিফকমিসনার কুইন্টন সাহেব মণিপুরের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ সিংহকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ৪ শতাধিক গুরখা সৈন্য পাঠান, ৬০০ মণিপুরী সৈন্য তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়া ইংরাজ রেসীডেন্সী ধ্বংস ও লুঠ করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বড় বড় কয়েকটী ইংরাজের সহিত চিফ কমিসনরকেও বন্দী করে। দুর্বৃত্তেরা বন্দী ইংরাজদিগকে হত্যা করিয়াছে। মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজ কুলচন্দ্র সিংহ গবর্ণর জেনারেলকে পত্র লিখিয়াছেন, এই হত্যার জন্য তিনি তাঁহার সহোদর সেনাপতির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। এদিকে শুনা যায় গ্রাণ্ট সাহেবের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হত হইয়াছেন। চারিদিক্ হইতে ইংরাজ সৈন্য চলিয়াছে, মণিপুর কৃতাপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে সন্দেহ নাই।

পার্ব্বত্য যুদ্ধ—ভারতবর্ষের পশ্চিমে কৃষ্ণপর্ব্বতের অসভ্য পার্ব্বত্যদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়াছে। কোহাটের নিকট ওরাকজাই নামক এক জাতি বিদ্রোহী হইয়া প্রায় ১০ হাজার লোক তাহাদিগের পক্ষে সমবেত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টকে নানাদিকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। আমরা আশা করি তাঁহাদিগের সাহস, কার্য্যদক্ষতা ও সুবিবেচনায় শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হইবে।

নববর্ষ।

এক যায় আর আসে,
নহে কেহ আত্মবশ;
কত পুরাতন গেল,
আসিল নব বরষ।

এ বরষ এই ভাবে,
রবেনাক চলে যাবে,
মহা বিবর্ত্তন ভবে করি সংঘটন,—
জন্ম মৃত্যু পরিণয়,
কত জয় পরাজয়;
সুখ দুঃখ, আশা ভয়, উত্থান পতন।

কালচক্রে বিশ্ব ঘোরে
কে ঘোরায় দেখা নাই,
ঘুর পাকে ঘুরে মরি
আঁধার সকল ঠাঁই।

"দে পাক চড়ক পাক;"
কাঁপে প্রাণে শুনি ডাক,
ভেঙ্গে ঘুম ঘোর সারা বছরের পর;
দেখি শূন্য আগা গোড়া,
শূন্যে ঘুরি পিট-ফোঁড়া,
চড়কীর মত দিন যায় সংবৎসর।

কত বার নব বর্ষে
প্রতিজ্ঞা করিনু নব;
জীবনের মহাব্রত
সাধিয়া মানব হব।

ঘুম পাড়ানে পিসী মাসী;
চুপে ঘুম পাড়ায় আসি;
ঘুরায় অমনি কালচক্র আবর্ত্তন,
অবস্থার হয়ে দাস,
রিপুবশে সর্ব্বনাশ,
আত্ম ভুলে থাকি ঘোর মোহে অচেতন।

ক্ষুদ্র মানবের বল,
ক্ষুদ্র মানবের আশা,
সব বৃথা; কাল-দস্যু
চেতায়ে দেখে তামাসা।

ব্রহ্মকৃপা করি সার,
জীবনের সব ভার,
জীবন দাতার করে যে করে অর্পণ;
অন্ধকারে আলো পায়,
ভববন্ধ ঘুচে যায়,
অটল পরশে হয় অটলজীবন।

কাল ভয়ে বৃথা কাল
হরিয়া কি ফল আর?
মৃত্যু ছাড়ি অমৃতের
লও জীব সমাচার।

কালের অতীত যিনি,
কালের নিয়ন্তা তিনি,
কালভয়নিবারণ নিত্য নিরঞ্জন,
কর তাঁর পদাশ্রয়,
হইবে নিত্য নির্ভয়,
পাইবে অপার শান্তি অনন্ত জীবন।

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

মহাভারতরূপ রত্নাকরের ভিতরে গান্ধারী দেবী এক উজ্জ্বল রত্ন। এ রত্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, মর জগতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। গান্ধারী পতিপ্রাণা সাধ্বী হইয়াও কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণা দেবী, সংসার জালে জড়িতা হইয়াও ভোগ সুখে বিরতা তাপসী। অন্যান্য আর্য্যমহিলাগণ যাঁহারা ভারতে "রমণীরত্ন" খ্যাতি পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কেবল পতিপরায়ণা হইয়া দেবীত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের স্বামী দেবতার ন্যায় চরিত্রবান্, তাঁহারা কেবল পতিপরায়ণা হইয়াই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন; এ পথ স্ত্রী মাত্রেরই অতি সুগম। অসদৃশ স্থলেই রমণীর অলৌকিক পরীক্ষা; যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রকৃত দেবী, মর জগতের শিক্ষয়িত্রী। গান্ধারী দেবী এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কেবল পতিপরায়ণা নহেন; পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। তাই গান্ধারী-জীবন রমণী-জীবনের চরমোৎকর্ষ হইয়া আছে। আদর্শ সীতা দেবীর অলৌকিক জীবন, শিক্ষা ও সাহচর্য্যের ফল। যাঁহার প্রথম শিক্ষক "ব্রহ্মপরায়ণ রাজর্ষি জনক" দ্বিতীয় শিক্ষক, যিনি নিজ গুণে "ভগবান্" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন সেই মহাপুরুষ রামচন্দ্র, শেষ শিক্ষক নর-দেবতা বাল্মীকি, তিনি যে আদর্শ জীবন লাভ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কিসে? গান্ধারী দেবীর জীবন এরূপ সহজ ভাবে গঠিত হইবার অবসর পায় নাই। ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ, কর্ত্তব্যপালনে প্রাণপণ এবং পাতিব্রত্যে হৃদয়োৎসর্গ করিয়া (বিশেষ শিক্ষা না পাইলেও) নিজ হৃদয়ের বলে বলবতী হইয়া গান্ধারী দেবী নিজ জীবন বিকাশ করিয়াছিলেন। অনেককে এমন ঠেকিতে হয় নাই, এমন শিখিতেও হয় নাই।

গান্ধারী গান্ধারাধিপতি সুবল রাজার কন্যা*। সুবল রাজা ধন, মান, ক্ষমতা বা কোনও বিশেষ গুণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ নহেন। তাঁহার কত গুলি সন্তান ছিল, পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। কেবল পুত্র শকুনি ও কন্যা গান্ধারীর বিষয় জানা যায়। শকুনি নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন, তাঁহাকেই গৃহবিবাদের একজন প্রধান উদ্যোগী বলা যায়। যাহা হউক, গান্ধাররাজ স্বরাজ্যের নামে কন্যার নামকরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় গান্ধারী পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

* গান্ধার বর্ত্তমান কান্দাহার।

এতদ্ভিন্ন গান্ধারীর বাল্যজীবন বর্ণিত নাই। গান্ধারীর মত একটী আদর্শ জীবন গঠিত হইতে কি কি উপকরণ লাগিয়াছিল, এবং কাহার যত্ন ও শিক্ষায় তাঁহার মনুষ্যত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা জানিতে পারি না।

গান্ধারী বিবাহোপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে কুরুবংশীয় ধর্ম্মবীর ভীষ্মদেব নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র ধন মান কুলে বিখ্যাত হইয়াও অন্ধ। বোধ হয়, "প্রকৃত সাধ্বী না হইলে কেহ অন্ধ স্বামীর প্রকৃত অনুরাগিণী হইতে পারিবে না" এই মনে করিয়াই ভীষ্ম, জিতেন্দ্রিয়া, সদাচারিণী ও ধর্ম্মশীলা গান্ধারীকে এ বিবাহের যোগ্য পাত্রী মনে করেন।

ভীষ্মের প্রস্তাব প্রীতিকর না হইলেও সুবল তাহাতে অসম্মত হইতে পারিলেন না। সে সময়ে ক্ষত্রিয়কুলে রাক্ষস-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে তিনি মনে করিলেন "কুরুবংশের মত মহাবংশে কন্যাদান করা আমার মত (যদুবংশীয়) ব্যক্তির বিশেষ সৌভাগ্য। বিশেষতঃ ধন মান ও বাহুবলে ভীষ্ম আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, আমি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ বলিয়া কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হই, তাহা হইলে তাহারা গান্ধারীকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াই যাইবে"। এই সকল মনে করিয়া সুবল ভীষ্মের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত থাকিলেও গান্ধারী দেবী পিতার আদেশানুরূপ পাত্রে পরিণীতা হইতে চলিলেন। রাজস্থান-কুসুম কৃষ্ণকুমারী স্বজাতির কল্যাণের জন্য আপন জীবন ত্যাগ করিয়াছেন, বিদেশীয় বীরাঙ্গনা জোয়ান অব্ আর্ক স্বদেশের কল্যাণের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্য্যমহিলা গান্ধারী দেবী পিতার মঙ্গলের জন্য নিজ সুখ সাধ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। জীবন ত্যাগ করা বরং সহজ, কিন্তু জীবন থাকিতে জীবনের সুখ সাধ—(বিশেষতঃ তরুণ বয়সে) বিসর্জ্জন দেওয়া যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা করিতে যে কিরূপ দেবোচিত ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

কেবল ইহাই হইলে গান্ধারীকে স্বর্গীয়া দেবী মনে করিতাম না। যদি গান্ধারী দেবী বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ-শাসিতা, স্বার্থপর পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকার মত অপাত্রে পরিণীতা হইতেন এবং প্রাপ্ত বয়সে অযোগ্য স্বামীর জন্য জীবন্মৃতা রহিতেন, আর কোনও রূপ ত্রুটি দেখিলেই সেই হতভাগ্যকে "বিলক্ষণ দশ কথা" শুনাইয়া দিতেন, তাহা হইলে গান্ধারী দেবীর জীবনকে স্বর্গীয় জীবন বা আদর্শ জীবন বলিতে ইচ্ছুক হইতাম না। গান্ধারী দেবী বুঝিয়াছিলেন "স্বামীই স্ত্রীলোকের অবলম্বন। তিনি অন্ধ হউন, খঞ্জ হউন, তথাপি তাহা

ব্যতীত রমণীর প্রীতিপাত্র আর কেহই নাই। স্বামীর সমদুঃখভাগিনী হওয়াই স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য”, ইহা বুঝিয়াই গান্ধারী বিবাহের সময়ে স্বামীর দুঃখের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী অন্ধ, কি আত্মীয় স্বজনের মধুর মূর্ত্তি, কি বাহ্য জগতের অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এ সকল দর্শনে বঞ্চিত, তাঁহাকে যে সুখ হইতে বিধাতা বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া গান্ধারী দেবী সেই সকল সুখ কোন্ প্রাণে উপভোগ করিবেন? যদি স্বামীকে অন্ধ বলিয়া মনে অভক্তি হয়, তাহা হইলে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কোথায় রহিবে? এই সকল মনে করিয়া গান্ধারী দেবী চক্ষু বস্ত্রে আবৃত করিয়া অন্ধত্ব গ্রহণ করিলেন। কি গভীর পতিভক্তি! কি অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যপরায়ণতা! এ কার্য্য বালিকার কার্য্য নহে, এ হৃদয় মানবভয়ে ভীত হৃদয় নহে, এ শিক্ষা অন্ধবিশ্বাসজনিত “কুসংস্কার” নহে। তুমি আমি কে?—এই বিশ্ব জগতের একটি বিম্বমাত্র; পারিবারিক মঙ্গলের জন্য, সামাজিক মঙ্গলের জন্য অথবা জাতীয় মঙ্গলের জন্য যদি সুখ বলিয়া দুঃখ গ্রহণ করিতে পারি, দুঃখে যদি সন্তুষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলেই এ জীবন সফল। গান্ধারী দেবী পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অমরত্ব লাভ হইয়াছে।

কালে গান্ধারী দেবী পুত্রবতী — বহু পুত্রের জননী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী দেবীর ন্যায় ধার্ম্মিক, মনস্বী ও চরিত্রবান্ ছিলেন না বলিয়াই হউক, বা আর যে কারণ হউক, গান্ধারীতনয়েরা কেহই মাতৃপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন না। ধার্ম্মিকবর ভীষ্ম, বিদুর, সুশিক্ষক দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের দ্বারা পালিত ও শিক্ষিত হইয়াও গান্ধারী-তনয় দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি পরহিংসা, পরপীড়া, অধর্ম্মাচার প্রভৃতি অসদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শকুনির সংসর্গে তাঁহাদের অধর্ম্মবৃত্তিসকল ক্রমে বিকাস পাইয়া থাকিবে। কুসংসর্গের ফলে মানুষ পিশাচ হইয়া থাকে, মানবহৃদয় নরককুণ্ড হইয়া থাকে। জগতে যদি পাপের প্রকৃত ইতিহাস দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে তিন ভাগ পাপী কেবল কুসংসর্গের জন্যই পাপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

নিজের বিবাহ হইতে পুত্রগণের বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রকে কোনও অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। বরং তিনি ভীষ্ম বিদুর প্রভৃতি গুণবান্ আত্মীয়দিগকে উপযুক্ত সম্মাননা করিয়াছেন, স্বীয় অনুজ পাণ্ডুকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়াছেন, ইত্যাদি পারিবারিক কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন; ধর্ম্মশীলা গান্ধারীর সাহচর্য্যে ন্যায় ও ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। পরে পাণ্ডুর অকালমৃত্যু ঘটনা হওয়াতে বিধবা কুন্তী যখন পাঁচটী বালক লইয়া হস্তিনা-পুরে প্রবেশ

করিলেন, তখনই কুরুবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।—যে অন্তর্বিবাদরূপ আগুনে ভারতবর্ষ ছারখার হইয়াছে, কুরুকুলে সেই অন্তর্বিবাদরূপ আগুনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে (১) সর্ব্বদা হিংসন ও পীড়ন করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র এত দিন কেবল দৃষ্টি অন্ধ ছিলেন, এখন পুত্রগণের স্নেহান্ধ হইয়া ধর্ম্ম, ন্যায়, ও সাধুতার প্রতি অন্ধবৎ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাপাশয় পুত্রগণ জননীর নিকটে কখনই মনের ইচ্ছা জানাইতে পারিত না, পুণ্যবতী সাধ্বীর নিকটে কোনও পাপেচ্ছা ব্যক্ত করা মহাপাপীর পক্ষেও সহজ নহে—তবে "অসাধ্য" এমন কথা বলিতেছি না। যাহা হউক তাহারা এ বিষয়ে পিতার নিকটে অনেক প্রশ্রয় পাইত। স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এবং গান্ধারীর অজ্ঞাতে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিতেন।

এ জগতে "সুখ" বলিয়া একটী পদার্থ আছে, তাহা একটু আধটুও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু হিংসক, কখনও তাহার ছায়া দেখিতে পায় না। এই এক বিশেষ আশ্চর্য্য, হিংসক যতই হিংসা করে, হিংসিত ব্যক্তি ততই উন্নতি লাভ করিতে থাকে। দুর্য্যোধনাদি যতই হিংসা করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির বিনাশ চেষ্টা করিতে লাগিল, পাণ্ডবেরা ততই সহায়, সম্পত্তি, সুখ্যাতি ও গৌরব লাভ করিতে লাগিলেন। শেষে শত দুর্য্যোধনের অসাধ্য যে "রাজসূয় যজ্ঞ", তাহাও সম্পন্ন করিলেন!

ক্রূরমতি কৌরবেরা আর সহিতে পারিল না। মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ান্তর অভাবে, দুর্ব্বুদ্ধি শকুনির মন্ত্রণায় পাশা খেলা আরম্ভ করিল। কৌশলে পাণ্ডবেরা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন ও দাসত্ব স্বীকার করিলেন; দ্রৌপদী দেবীকে সভায় আনিয়া তাঁহার প্রতি বীভৎস আচরণ করা হইল। দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবের সর্ব্বস্বের অধিপতি দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে আনন্দ ধরে না। আমাদের দেশে যেমন কোনও কোনও পিতা, জাল ফেরেবী বা মিথ্যাবাদী পুত্রকে বৈষয়িক উন্নতি করিতে দেখিয়া আনন্দে আকুল হন, কেবল রাজ-দণ্ড-ভয়ে প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, ধৃতরাষ্ট্রও সেইরূপ পুত্রের উন্নতিতে অসীম আনন্দ পাইয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুরাদির ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

সহসা সেই পাপসভায় পুণ্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। যেন রাজার পাপাচারে ব্যথিত হইয়া রাজলক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইলেও এত বিস্ময়কর—এত শুভ-ফল-জনক ঘটনা হইত না।

(১) উভয়ে কুরুবংশীয় হইলেও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কৌরব, পাণ্ডুপুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত।

পুণ্যময়ী, ন্যায়পরায়ণা গান্ধারী দেবী পাপের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে, কুকার্য্যলিপ্ত স্বামীকে সুপথে আনিতে, কুরু-সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। রমণীর সর্ব্বস্ব হইতে স্বামী শ্রেষ্ঠ, স্বামী হইতে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ। স্বামীর জন্যে রমণীর এ জগতের সকলই ত্যাজ্য—স্বামীর জন্যে রমণী রাজসম্পত্তি অবহেলা করিয়া বনচারিণী হইতে পারেন, স্বামীর নিন্দা শুনিয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারেন, রাজার কন্যা হইয়াও ভিখারী স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করিয়া জীবন সফল মনে করিতে পারেন, স্বামীর জীবনের জন্যে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন,—পতিপ্রাণা সতী এ সবই পারেন, কেবল স্বামীর জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন না, কেবল স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিতে পারেন না। ধর্ম্মের জন্যই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। তাই স্বামীকে অধর্ম্ম-পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করা স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রমণী স্বামীর অনুরোধে অধর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাঁহার স্ত্রীত্ব বিফল; সে অন্ধ পতিপ্রাণতার কোনও মূল্য থাকে না। "ভালবাস, ভালবাসিয়া আত্মহারা হও, কিন্তু ধর্ম্মহারা হইও না" ইহা রমণীর পক্ষে অমূল্য উপদেশ। গান্ধারী-জীবনে এই উপদেশের কার্য্য দেখিয়াই আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। "অনুরাগ আছে, আসক্তি নাই!" তাই যিনি স্বামীর অন্ধত্বের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই স্বামীকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া দৃঢ় ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনার সাক্ষাতে কি পাণ্ডুপুত্রগণের এই দুরবস্থা হইয়াছে? দুর্য্যোধনের পাপেচ্ছা পূর্ণ করিতে কি আপনি অনুমতি দিয়াছেন? কুপুত্রের স্নেহে অন্ধ হইয়া কি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছেন না? আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি যখন এমন মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তখন কুরু-বংশের সর্ব্বনাশের আর বাকি নাই; মহারাজ! আর মোহান্ধ থাকিবেন না, দুষ্ট শকুনির কুমন্ত্রণায় আর কর্ণপাত করিবেন না, এখনও পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্য ধনাদি প্রত্যর্পণ করুন, ভীমার্জ্জুনের ক্রোধ প্রশমিত হউক, মহারাজ! ধর্ম্মকে অতিক্রম করিবেন না।" পুণ্যশীলা সাধ্বীর মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন; সেই গভীর বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে হৃদয়ে পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে পাপের স্রোত বহিতেছিল, পর মুহূর্ত্তে সেই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইল। গান্ধারী দেবীর পবিত্র আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না; অন্ধরাজ পাণ্ডবদিগকে মুক্ত করিলেন। সতীধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে।

"সংস্মরন্তমপি প্রেতং বিষমেষেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবাবেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা॥" *

---

* গত ৯৭ সালের মাঘ মাসের বামাবোধিনীতে "সতীধর্ম্ম" দেখ।

গান্ধারী দেবী, এ ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। নরক-পতিত পতিকে স্বর্গে আনিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এমন রমণীরত্ন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশই প্রকৃত পুণ্যভূমি।

(ক্রমশঃ)

শিখ জাতি।

ভারতের উত্তর পশ্চিমে যে স্থান শতদ্রু প্রভৃতি পঞ্চ নদের দ্বারা বিধৌত, উহাকে পঞ্জাব বলে। এই স্থানে শিখদিগের বাস। রণকুশল বলবান্ শিখ ভারতের গৌরব। শিখদিগের রণদক্ষতার বিষয় কাহার নিকট পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক, স্বয়ং বৃটিষ সিংহ শিখদিগের অসীম সাহস ও রণকুশলতার বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে শিখদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি। বেশী দিনের কথা নয়, সে দিন মিশরের যুদ্ধে শিখ সৈন্য যেরূপ সাহস ও রণ-নিপুণতার পরিচয় দিয়া ইংরাজের প্রশংসাভাজন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। যেমন ভারতের গৌরব শিখ, আবার শিখের গৌরব রণজিৎ। যে সাহসী বীরের নাম করিলে এবং কীর্ত্তিকলাপের বিষয় স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই যুদ্ধগুরু রণজিৎ শিখদিগের মস্তক ছিলেন। বীরজগতে রণজিতের নাম যেরূপ, আবার ধর্ম্মজগতে নানকের নাম সেইরূপ ঘোষিত। এই মহাত্মার প্রচারিত ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর শিখ জাতির উন্নতিসোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখদিগের আদি ইতিহাস বর্ণন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিখগণ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় যুদ্ধের দিকে মন না দিয়া প্রথমতঃ জাতীয় একতা কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাহারই সঙ্কল্প করিলেন। হিন্দুধর্ম্ম শুনিতে যদিও এক ধর্ম্ম, কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হেতু হিন্দুধর্ম্মকে সহস্রশাখা বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। শিখেরা যদিও হিন্দু ছিলেন, কিন্তু নিজ জাতির স্বাতন্ত্র্য ও তৎ সূত্রে জাতীয় একতার জন্য হিন্দু-ধর্ম্মের শাখা নানকপন্থী ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন। এই ধর্ম্মে এক এক জন গুরু ধর্ম্মের নেতা এবং আর সকলেই তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। নানকবেদী ইহাদের প্রথম এবং গোবিন্দ সিং সোদী শেষ গুরু। "বেদী" ও "সোদী" এই দুই স্বতন্ত্র নামে শিখগণ কেন অভিহিত, তাহার বর্ণনা আবশ্যক।

রাম যখন সীতাকে বনবাস দিবার জন্য লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করেন, লক্ষ্মণ সীতাকে অমৃতসরের তিন ক্রোশ দূরে রামতীর্থে রাখিয়া আসেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এই স্থানের নাম রামতীর্থ

ছিল না এখন এই রাম তীর্থ হিন্দুদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান। সীতাকে বনে দিবার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। সীতা লও (লব) এবং কুশ নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। কালে ইহারা ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। লও নিজনামে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম লাহোর এবং কুশ যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার নাম কুশর রাখেন। লব ও কুশের বংশাবলী লাহোরে ও কুশরে রাজত্ব করেন। পরে যখন কুলরাও লাহোরে রাজা হন, তাঁহার ভ্রাতা কুলপৎ সে সময় কুশরের রাজা। রাজ্যবিভূতি-লোভপরবশ কুলপৎ নিজভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও অনন্তোপায় হইয়া দাক্ষিণাত্যের রাজা অমৃতের শরণাপন্ন হন। অমৃত তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া অতি যত্ন ও সমাদরে নিজ বাটীতে স্থান দেন এবং নিজ কন্যার সহিত কুলরাওর বিবাহ দেন। অমৃতের মৃত্যুর পর কুলরাও তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার পুত্র সোদিরাও রাজা হইয়া অনেক রাজ্য জয় করেন। পিতার অপমান এবং পরাজয়ের কথা শুনিয়া তিনি কুলপতের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তাহাকে পরাস্ত করিয়া পুনরায় লাহোরের পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

কুলপৎ কাশীতে পলায়ন করেন এবং বেদ পড়িতে আরম্ভ করেন। বেদে এই মর্ম্মে এক উপদেশ আছে দেখিতে পাইলেন "পীড়ন মহাপাপ; যে পীড়ন করে, তাহার নিকট দয়ার আশা করা অন্যায়।" কুলপৎ তাঁহার ভ্রাতার প্রতি পূর্ব্ব ব্যবহারের বিষয় স্মরণ করিয়া সোদিরাওর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন মনস্থ করিলেন। লাহোরে পৌছিয়া তিনি ভ্রাতস্পুত্রের নিকট বেদ পাঠ করিলেন। সোদিরাও বেদ শুনিয়া কুলপতের ক্ষমা প্রার্থনা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সিংহাসন দিয়া নিজে জঙ্গলবাসী হইলেন। কুলপতের বেদ পাঠের জন্য সকলে তাঁহাকে বেদী বলিত। কুলপতের বংশাবলী সেই হইতে বেদী এবং সোদীরাওর বংশাবলী সোদী নামে অভিহিত। এখন পঞ্জাববাসী অধিকাংশ শিখ সোদী।

(ক্রমশঃ)

সতীধর্ম্ম। (১)

(৪র্থ প্রবন্ধ, মনুসংহিতা ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে।)

অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।
যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ॥১॥
যে করে নিজেরি তরে ভক্ষ্য আয়োজন,
সে শুধু নরকভোগ, সে নহে ভোজন ;
পঞ্চ যজ্ঞ করি, অবশিষ্ট যাহা রয়,
তাহাই সাধুর ভক্ষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।১।(২)

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥২॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাবিধি ন হাপয়েৎ ॥৩॥
'ব্রহ্মযজ্ঞ,'—অধ্যয়ন আর অধ্যাপন,
'পিতৃযজ্ঞ,'—নিজ পিতৃলোকের তর্পণ,
'দেবযজ্ঞ,'—যথাবিধি দেবতা-পূজন,
'ভূতযজ্ঞ,'—পশু পক্ষী কীটের তর্পণ,
'নৃযজ্ঞ,'—অতিথি অভ্যাগতের সেবন,
এই পঞ্চ যজ্ঞ নিত্য করিবে পালন।২।৩।(৩)
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ ॥৪॥
দেবতা, অতিথি, ঋষি, পিতৃলোকগণ,
এ সবারে ভক্তিভাবে করিয়া তর্পণ,

(১) সতীধর্ম্মে এত গৃহস্থালির কথা কেন ? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—উত্তর এই যে,—গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের জন্মভূমি, এবং গৃহস্থাশ্রমই সতীধর্ম্মের কর্ম্মভূমি। গৃহস্থাশ্রম না থাকিলে সতীধর্ম্মের অস্তিত্বই থাকিত না। যেমন দ্রব্যের আশ্রয় ভিন্ন গুণের উপলব্ধি হয় না, তেমনি গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয় ভিন্ন সতীধর্ম্মের উপলব্ধি হয় না। অনেকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ প্রবন্ধে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীর বিষয় এত অধিক বলা হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর স্বয়ং মনুই দিয়াছেন। "যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা"—যিনি পতি, তিনিই পত্নী, অর্থাৎ পতির মধ্যেই পত্নী এবং পত্নীর মধ্যেই পতি, দুয়ে এক, একে দুই। পতি-পত্নী ভগবানের "অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি"—গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ;—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ" ॥(মনু)

ভগবান আপনাকে দুই ভাগ করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষমূর্ত্তি ও অর্দ্ধভাগে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখাইলেন। সেই "অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি" হইতেই প্রজাপতি বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হইয়া লোকসৃষ্টি করিলেন।

(২) "আত্মার্থং ভোজনং যস্য রত্যর্থং যস্য মৈথুনম্।
বৃত্ত্যর্থং যস্য চাধীতং নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্" ॥
(কূর্ম্মপুরাণ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল আপনারই জন্য ভোজনের আয়োজন করে, যাহার স্ত্রী-সহবাস (ধর্ম্মমূলক নহে) কেবল কামমূলক, যাহার বিদ্যাশিক্ষা কেবল জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনামাত্র।

(৩) গৃহস্থমাত্রকেই প্রতিদিন এই পাঁচটি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, নহিলে পিশাচ মধ্যে গণ্য হয়। দেবলোকের, ঋষিলোকের, ব্রাহ্মণ-সজ্জনের ও অতিথিগণের নিকট গৃহস্থমাত্রেই ঋণী থাকেন। সুপবিত্র ও সুবিনীত কর্ম্ম দ্বারা এই পাঁচটি ঋণ যথাক্রমে পরিশোধ করিয়া চলিলেই গৃহস্থধর্ম্ম পালন করা হয় ;—

"ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ।
পিতৄণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
পর্য্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুবিনীতেন কর্ম্মণা।
এবং গৃহস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ধর্ম্মান্ন হীয়তে ॥"
(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব)

ভৃত্য পরিজনগণে করি তৃপ্তিত,
শেষান্ন ভুঞ্জিবে গৃহী হয়ে সুস্থচিত।৪।(৪)

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্বিনিবেদিতম্।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈবহি ॥৫॥
পঞ্চযজ্ঞান্ সমাপ্যৈবমন্নৈর্বিষ্ণুনিবেদিতৈঃ।
ভুঞ্জীত স্বজনৈঃ সার্দ্ধং যথাভাগং গৃহী স্বয়ম্ ॥৬॥

সর্ব্ব অগ্রে নারায়ণে করি নিবেদন,
পরে তাহে পঞ্চ যজ্ঞ করি সমাপন,
অবশিষ্ট অন্ন গৃহী করিয়া বণ্টন,
আত্মীয় স্বজনে মিলি করিবে ভক্ষণ।৫।৬(৫)

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি ॥৭॥

দেবাতিথি পিতৃলোক আদির তর্পণ,
যথাবিধি না করিয়া যে করে ভোজন,
সে অভাগা কামারের হাপর যেমন,
ফেলিছে নিশ্বাস কিন্তু ধরে না জীবন।৭।

নাশ্নীয়াৎ প্রেক্ষমাণানামপ্রদায়ৈব দুর্ম্মতিঃ।
নাযজ্ঞশিষ্টমন্নন্ বা ন ক্রুদ্ধো নান্যমানসঃ ॥৮॥

কাহারও ভোজনকালে যদি অন্য জনে,
সে দিকে চাহিয়া থাকে সতৃষ্ণ নয়নে;

---

(৪) দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া গৃহস্থ তাঁহাদের নিকট এই বর প্রার্থনা করিবে,—

ওঁ

"অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু গোত্রং নঃ পরিবর্দ্ধতাম্।
দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি।
অন্নং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি ॥
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন।
অন্নং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং দাতা শতং জীবতু" ॥

পিতৃগণ আমাদের নিকট সদাই সৌম্যমূর্ত্তি হউন, আমাদের বংশপরম্পরা বিস্তীর্ণ হউক, দাতাদিগের সংখ্যা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি লাভ করুক, আমাদের পবিত্র জ্ঞান ও সন্তান সন্ততি পরিবর্দ্ধিত হউক, শ্রদ্ধা হইতে যেন আমরা কদাচ বিচলিত না হই, দানের বস্তু যেন আমরা প্রচুর লাভ করি, যেন প্রচুর অন্ন পান ও বহু অতিথি লাভ করি, আমরা যেন বহু ভিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করি, যেন আমরা কাহারও নিকট ভিক্ষা না করি। নিত্যই গৃহে অন্নের বৃদ্ধি হউক, এবং দাতারা চিরজীবী হউন।

(৫) ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণকে ভক্তিভাবে নিবেদন না করিয়া তাহা কোনও কার্য্যেই ব্যবহার করিবে না। এ বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদপ্রমাণ যথা;—"একএব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশো দ্যাবাপৃথিব্যৌ সর্ব্বে-দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ"—অর্থাৎ একমাত্র সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা শিব, প্রভৃতি আর কেহই ছিলেন না; দ্যুলোক, ভূলোক, সমস্ত দেবগণ, মানবগণ, পিতৃগণ সকলেই নারায়ণের প্রসাদ ভক্ষণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ আঘ্রাণ করেন, নারায়ণের প্রসাদ পান করেন। অতএব জ্ঞানীরা অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া কিছুই ভোগ করিবেন না।

বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবানের আদেশ যথা;—

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমম্।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।"

অর্থাৎ আমার প্রসাদীকৃত পরম পবিত্র অন্ন দ্বারাই পঞ্চ প্রাণবায়ুর তর্পণ করিবে। আমার প্রসাদ ভক্ষণেই সর্ব্বদা প্রাণবায়ুর তৃপ্তিসাধন হয়।

যে অন্ন ও জল অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন না করা হয়, তাহা মল ও মূত্রের ন্যায় ঘৃণিত;—
"অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।"

যে তাহারে নাহি দিয়া আপনিই খায়,
তার সম নরাধম না হেরি ধরায় ;
প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাবে হোয়ে একমন,
পঞ্চ যজ্ঞ অবশিষ্ট করিবে ভোজন।৮।

উপলিপ্তে সমে দেশে শুচিঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
পঙ্‌ক্তেরর্থীসুহৃদ্বর্গেষু পুত্রশিষ্যাদিভির্বৃতঃ॥
সুসংস্কৃতং হিতং স্নিগ্ধং ভুঞ্জীতান্নমকুৎসয়ন॥৯॥

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন সমতল স্থান,
তাহে বসি সেবন করিবে অন্নপান ;
আপন সঙ্গতি মত বিশুদ্ধ ভাজনে (৬)
পান ভোজনের দ্রব্য রাখিবে যতনে,
অনন্তর শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে,
পুত্র শিষ্য আদি সহ বসিবে আহারে ;
সুসিদ্ধ সুপথ্য সুখসেব্য পরিষ্কার,
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাকালে করিবে আহার।৯।

বিকৃতস্তু তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ তথা।
সত্তোন তেন মে ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা॥১০॥

ব্রহ্মই ভক্ষক, ব্রহ্ম ভোজনের ফল,
অন্নরূপী প্রাণময় ব্রহ্মই কেবল ;
এই সত্য জানিয়াই যে করে ভোজন,
ভোজনের শুভ ফল লভে সেই জন।১০।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং চাতিথিপূজনম্॥১১॥

যে দ্রব্য অতিথি অগ্রে না করে সেবন,
গৃহী তাহা ভোগ না করিবে কদাচন ;
ধন মান আয়ু স্বর্গ আদি সুমঙ্গল,
অতিথি-সেবার ফল জানিবে সকল।১১।

সংপ্রাপ্তায় ত্বতিথয়ে প্রদদ্যাদাসনোদকে।
অন্নং চৈব যথাশক্তি সৎকৃত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥১২॥

অতিথি যদ্যপি গৃহে করে আগমন,
দিবে তারে পাদ্য অর্ঘ্য বসিতে আসন ;
পরম ভকতিভাবে করিয়া সম্মান,
পবিত্র ভোজন পান করিবে প্রদান।১২।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥১৩॥

তৃণ, ভূমি, জল আর সুনৃত বচন (৭)
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ ;
অতএব গৃহে যদি কিছুই না রয়,
এ সকল দিলেও অতিথি-সেবা হয়।১৩

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥১৪॥

নীচও আসিলে শ্রেষ্ঠ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে,
গৃহস্থের অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেবপূজা হয়।১৪।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥১৫॥

পরম শত্রুও গৃহে হৈলে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে উচিত ;
পাশে আসি কাঠুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ।১৫ (৮)

শুনাঞ্চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্ব্বপেদ্ ভুবি॥১৬॥

পতিত, গলিত কুষ্ঠী আদি রোগী জন,
শৃগাল, কুক্কুর, কাক, কৃমি কীটগণ,
এ সবারে অকা[illegible]রে করাবে আহার,
গৃহস্থই একমাত্র গতি সবাকার।১৬।

(৬) 'ভাজন'—অন্ন জল প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

(৭) 'তৃণ'—তৃণের আসন ; অন্য আসন না থাকিলে তৃণ বিছাইয়া অতিথিকে বসিতে দিবে ; 'সুনৃতবচন'—সত্য ও প্রিয় বাক্য।

(৮) ১৪নং. ১৫নং শ্লোক দুটি মহাভারত ও হিতোপদেশ হইতে গৃহীত হইল।

কুর্য্যাত্তদ্ বলিকর্ম্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে ॥১৭॥

অশরণ প্রাণিগণে করিয়া তর্পণ,
প্রীতিভরে অতিথিরে করাবে ভোজন ;
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক যদ্যপি আসে ঘরে,
সে সবারে ভিক্ষা দিয়া তুষিবে আদরে।১৭।

সুবাসিনীঃ কুমারাংশ্চ রোগিণো গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্রএবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ন্ ॥১৮॥

নবোঢ়া, গর্ভিণী, রোগী, বাল, বৃদ্ধ যারা,
অতিথিসেবার অগ্রে খাইবে তাহারা ;
এ সবারে সর্ব্ব অগ্রে করাবে আহার,
গৃহস্থ ইহাতে নাহি করিবে বিচার।১৮।

ইতরানপি সখ্যাদীন্ সংপ্রীত্যা গৃহমাগতান্।
সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎ সহ ভার্য্যয়া ॥১৯॥

গৃহিণীর সখী কিম্বা আত্মীয় স্বজন,
যদ্যপি গৃহীর গৃহে করে আগমন,
পরম প্রণয়ে তার করিয়া সৎকার,
পত্নী সহ একসঙ্গে করাবে আহার।১৯।

বৈশ্বদেবে তু নির্বৃত্তে যদ্যন্যোঽতিথিরাব্রজেৎ।
তস্যাপ্যন্নং যথাশক্তি প্রদদ্যান্ন বলিং হরেৎ ॥২০॥

দেবাতিথি সকলের হইলে তর্পণ,
অপর অতিথি যদি করে আগমন,
না দিবে উচ্ছিষ্ট অন্ন গৃহী কদাচন, (৯)
পুনরায় পাক করি' করাবে ভোজন।২০।

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ ॥২১॥

বায়ুকে আশ্রয় করি' যত জীবগণ,
যেমতি জীবন সবে করিছে ধারণ ;
তেমতি আশ্রম সব জানিবে নিশ্চয়,
জীবিত রয়েছে করি' গৃহীকে আশ্রয়
।২১।(১০)

যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥২২

যেখানে যে নদ নদী আছে এ ধরায়,
মহাসাগরের বক্ষে সবে স্থান পায় ;
তেমতি যেখানে যত আছে জীবচয়,
গৃহস্থ-ভবনে আসি' লভয়ে আশ্রয়।২২

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥২৩॥

ব্রহ্মচারী, যতি, ভিক্ষু যে আছে যথায়,
অন্ন জ্ঞান দিয়া গৃহী সবারে বাঁচায় ;
তাই ত জগতে এই গৃহস্থ-আশ্রম,
সর্ব্ব আশ্রমের শ্রেষ্ঠ অতি অনুপম।২৩।

স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।২৪

পবিত্র ঐহিক সুখ যে চায় সংসারে,
যে জন অক্ষয় স্বর্গ চায় লভিবারে ;

---

(৯) ভগবান্ মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—
"নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্দদ্যান্নাদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্ন চোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ ॥"
কাহাকেও নাহি দিবে উচ্ছিষ্ট আহার,
অসময়ে আহার করিবে পরিহার ;
উচ্ছিষ্ট শরীরে নাহি যাবে কোন স্থানে,
অত্যাচার কভু না করিবে অন্নপানে।

প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীনবীনচন্দ্র পাল সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন ;—
"খাইলে অশেষ ব্যাধি, না খাইলে মরি,
অল্প নিদ্রা অল্পাহারে সর্ব্বকালে তরি।"

(১০) ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, যথাক্রমে এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহী অর্থাৎ গৃহস্থ আশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই অপর তিনটি জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

সে পালিবে সাবধানে গৃহস্থ আশ্রম,
সে নারে পালিতে যার নাহিক সংযম।২৪(১১)

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ধন্যবাদ।

ভারতের ইতিহাসে
ল্যান্‌সডন্ তব নাম
চিরস্মরণীয় হল আজ ;
অবলাবান্ধব বলি
পূজিবে তোমায় সবে
স্মরণ করিয়ে তব কাজ !
দুর্ব্বলা অবলাকুল
কি জঘন্য দেশাচারে
উৎপীড়িত হতেছিল হায় !
ভাবিতে শিহরে প্রাণ
শোণিত শুকায় স্মরি
অপবিত্র পাশব প্রথায়।
সাগরে ছেলেডুবান
নিবারিল ওয়েলস্‌লি,
সতীদাহ তুলিলা বেন্‌টিক্,
তেমতি স্কোবেল বিল
পাস করি ধন্য হ'লে
'ল্যান্‌সডন্'—অটল-নির্ভীক !
উদার ইংরেজ জাতি—
(দয়া-ধর্ম্ম অবতার)
ঘুচাইতে দুর্দ্দশা নারীর—
করিলেন দৃঢ়পণ ;
আন্দোলনে ডরে কিরে
বীরশ্রেষ্ঠ যাঁরা অবনীর ?
শুনিলে ফেরুর ডাক
তুচ্ছ করি পশুরাজ
সেদিকে না তাকায় কখন,
নিরীহ প্রাণীর প্রতি
ভ্রূভঙ্গি নাহিক তাঁর,
মহতের এই সে লক্ষণ !
মুখ-সরবস্ব-জীব
ভূতলে বাঙ্গালী জাতি
কি হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ?
যেমন তেমনি আছে ;
কি হবে উন্নতি তার—
ছুতা যার কাজের বেলায় ?
হুজুকে প'ড়িলে আর
নাহি থাকে বিবেচনা
আন্দোলন-স্রোতে যায় ভেসে ;
জলমগ্ন তৃণ সম
তরঙ্গ আঘাতে ঘুরি
হাবুডুবু খায় অবশেষে !
সাধিবে দেশের শিব
সভা ও সমিতি করি,
সুললিত মধুর ভাষায়—

---

(১১) সংযম'—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দমন। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু দমন করিয়া না চলিলে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা হয় না।

বক্তৃতা ঝাড়িছে যত,
সমাজের নেতা বলি—
বড় নাম হ'বে পত্রিকায়।
ব্যথায় পড়িলে হাত
ধরণের ভাণ করি
মিছামিছি করিবে চিৎকার;
চতুর ইংরেজ জাতি
জানিয়াছে গুহ্য কথা—
সত্য যাহা নহে লুকাবার!
তাই আজ অগ্রসর
তুলিতে কুরীত নীতি—
(সহজে তা উঠিবার নয়);
শিশু বিয়ে আদি করি
কত পাপ আবর্জ্জনা—
যুগে যুগে হয়েছে সঞ্চয়!
অবলার পক্ষ হ'তে
শত শত ধন্যবাদ
দিতেছি তোমারে ভিক্টোরিয়া।
আসুরিক অত্যাচার
সে কিরে দেখিতে পারে
দয়ায় গঠিত যাঁর হিয়া?

ওহে রাজ-প্রতিনিধি
ভারতের আশীর্ব্বাদ
দয়া করি করহ গ্রহণ,

ভাবীবংশ নরনারী
কোটিকণ্ঠে তব যশঃ
চিরদিন করিবে কীর্ত্তন।

সার্ এণ্ড্রু স্কোবল তুমি
লও এই উপহার—
অবলার ভকতি-প্রসূন—

গলে পর মহাত্মন্,
দেখিয়ে ভারত নারী
ভক্তিভরে গা'ক তব গুণ;

সুসভ্য ইংরেজ জাতি
জগতের পূজ্য আজ—
অবলার দুঃখ করি দূর,

দিলা যে অমূল্য ধন
দুখিনী এ ভারতেরে,
কাছে তুচ্ছ 'কোহিনুর' তার।

শ্রীচঃ—

বীরাঙ্গনা।

কৃষক রমণী।

ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন—ইহারা এক একজন বড় বড় বীর। রণস্থলে ইহারা কত শত্রুর প্রাণ নাশ করিয়াছেন—কত রমণীকে বিধবা করিয়াছেন, কত বালক বালিকাকে পিতৃহীন করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের বীরত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে আর একজনকে বাঁচাইতে গিয়া আপনি মরিয়াছে—আপনি মরিব ইহা নিশ্চয় জানিয়াও অপরের প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছে—সে ব্যক্তি বীর কি না, এসম্বন্ধে বোধ হয় অদ্যাপি অনেকের

স্নেহ আছে। জগতে পশুবৃত্তি অদ্যাপি বড়ই প্রবল। সুতরাং যে মারে, সেই বীর; যে মরে, সে বীর নহে।

পুরাকালে স্কটলণ্ডের অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। অত্যাচার, অশান্তি, ও রাজ-দ্রোহিতাবশতঃ তদ্দেশাধিবাসিগণ যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিত। তথাকার দুর্দ্দমনীয় সর্দ্দার গণ রাজশাসন গ্রাহ্য করিত না। তাহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত, সময় সময় রাজার প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত করিত, এবং দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজার সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। স্কটলণ্ডের এই দুর্দ্দিনে আত্মোৎসর্গের—প্রকৃত বীরত্বের—একটি অতি সুন্দর কাহিনী বর্ণিত আছে। কি অবস্থায় এবং কাহার দ্বারা এই বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে বলিতেছি।

খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডেভিড স্কটলণ্ডরাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য আলবানির ন্যায় প্রতাপশালী ব্যক্তি তৎকালে স্কটলণ্ডে কেহ ছিল না। আলবানির ক্ষমতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা অসীম; তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। ডেবিড জীবিত থাকিলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, সুতরাং তিনি যে কোন প্রকারে হউক ডেভিডের প্রাণনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অচিরে নিষ্ঠুরহৃদয় আলবিন ডেভিডকে ফক্‌লণ্ড নামক দুর্গে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হতভাগ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে রুদ্ধ কারারুদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রাণনাশ করা চাই, কারণ তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে ডেভিডের আহার বন্ধ হইল। দুর্ভাগ্য ডেভিড ফক্‌লণ্ড দুর্গে আহারাভাবে মরিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে ডেভিডের মিত্র ও শুভানুধ্যায়িগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, এ সাহস কাহারও হইল না। আলবানির আজ্ঞাক্রমে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফক্‌লণ্ড দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ডেভিডের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবে এমন দুঃসাহস কার? কেহই সাহস করিল না—কিঞ্চিৎ আহার দান করিয়া দুর্ভাগ্য ডেভিডের প্রাণ রক্ষা করে, এ সাহস কাহারও হইল না। অতীব দুঃসাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ নহেন, এরূপ লোক জগতে নিতান্ত অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু যাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অণুমাত্রও আছে কিনা সন্দেহের বিষয়, অথচ নিজের মৃত্যু নিশ্চয়,—এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। হতভাগ্য ডেভিড ঠিক্ এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া মরিতেছেন। তাঁহাকে রক্ষা করা সাধ্যাতীত; কিন্তু যে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইবে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। সুতরাং তাঁহার

শুভানুধ্যায়িগণ যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াও তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্ম কোন উপায়াবলম্বন করিতে সাহসী হইলেন না।

এই সময় স্কটলণ্ডে এক কৃষকরমণী বাস করিত। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে যেরূপ দরিদ্র,নিরক্ষর, ঘৃণিত কৃষক-রমণী সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সে তাহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয়টি দয়ার সাগর ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডেভিডের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত, স্তম্ভিত, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল, কিন্তু সেই দয়াবতী কৃষক-রমণীর প্রাণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে দয়ায় পাগল হইয়াছিল। যে দয়ায় পাগল, তাহার প্রাণে ভয় থাকে না, লজ্জা থাকে না, নিজের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকে না। নিজে বাঁচিব কি মরিব, যাহার জন্ম মরিব তাহাকে বাঁচাইতে পারিব কিনা, ঈদৃশ কোন চিন্তাই এক মুহূর্ত্তের জন্মও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তাহার হৃদয়ের আবেগ এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহা নিবারণ করা, তাহার সাধ্যাতীত। সুতরাং সে নিজের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও অপরকে বাঁচাইতে চাহে। বাঁচাইতে পারুক আর না পারুক, অন্ততঃ তাহার জন্ম মরিতে চাহে, কারণ মরিতে পারিলেও সে সুখী হয়। এইজন্ম সেই সামান্য কৃষকরমণী ক্ষুধাতৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হতভাগ্য ডেভিডের অসহ্য যন্ত্রণা মোচন করিতে কৃতসংকল্পা হইল। উল্লিখিত হইয়াছে যে পশুর অধম প্রহরিগণ দিবারাত্র ফকলণ্ড দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সে বিভীষিকায় সে ভীত হইল না। ফকলণ্ড দুর্গের প্রত্যেক প্রহরী যদি এক একটা ব্যাঘ্র ভল্লুক, কি পিশাচ হইত, তাহা হইলেও সে ভীত হইত কিনা সন্দেহ। বিহঙ্গিনী যেমন শাবককে আহার যোগায়—মুখে আহার লইয়া দূরে প্রতীক্ষা করে, এবং সুযোগ পাইলেই এক বিন্দু আহার শাবকের কণ্ঠে ঢালিয়া দিয়া তাহার ক্ষুধা শান্তি করে—তদ্রূপ সেই কৃষক রমণী বস্ত্রের ভিতর আহার সামগ্রী লুকাইয়া দূরে অবস্থান করিত, এবং সুবিধা পাইলেই হতভাগ্য ডেভিডের কারাগারে লৌহদণ্ড রক্ষিত গবাক্ষ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভিতর দিয়া আহার সামগ্রী নিক্ষেপ করিত। এই প্রকারে সে ডেভিডের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগল; কিন্তু তৃষ্ণা শান্তি হইবে কিসে? ভাবনা কি? বিধাতা নারীবক্ষে যে অমৃতবৎ পানীয়ের উৎস দিয়াছেন—যাহা পান করিয়া শিশু মানুষ হয়—যে অমৃতের বলে ভীষ্ম দ্রোণ বীর হইয়াছিলেন—সে অমৃত থাকিতে তৃষ্ণা শান্তির ভাবনা কি? কৃষক রমণী ডেভিডকে আহার দিতে চলিল, এবং আহার সমাপ্ত হইলে নিজের বক্ষ অনাবৃত করিয়া অমৃতের উৎস হইতে অমৃত গালিয়া একটী নলের সাহায্যে

ডেভিডের শুষ্ককণ্ঠে ঢালিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন হতভাগা ডেভিডের প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু অচিরে সমুদয় রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রহরিগণ এক দিন তাঁহার রক্ষয়িত্রীকে ধরিয়া ফেলিল, এবং আল্‌বানির নিকট প্রেরণ করিল। পাষাণহৃদয় আল্‌বানি সেই কৃষক রমণীর চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিবে কেমন করিয়া? সে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল—দেবীসদৃশ—সেই কৃষকরমণী প্রফুল্ল-হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়া দয়ার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

আমরা ভরসা করি তাহার নাম জগতে কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ভরসা করি নরলোকে তাহার যথার্থ মর্য্যাদা হইবে। পাঠিকা! তুমি কি সেই সামান্যা কৃষক রমণীকে বীরাঙ্গনা বলিতে প্রস্তুত হইবে?

সঙ্গীতপ্রিয় জন্তু।

হরিণ সঙ্গীত বড় ভাল বাসে। বেহালার শব্দ বা বীণারধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণের পাল নিঃশঙ্কচিত্তে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। ব্যাধের সুমধুর বংশীরবে বিমোহিত হইয়া হরিণ আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে, এরূপও শুনা গিয়া থাকে।

সীলমৎস্য খুব সঙ্গীতপ্রিয়। এক খানি নৌকাতে বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মাঝিগণ গান করিতে করিতে গমন করিতেছিল, দেখা গেল যে যতক্ষণ সেই বাদ্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল, ততক্ষণ বহুসংখ্যক সিল মৎস্য নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, এবং গান বাদ্য বন্ধ হইলে তাহারাও অদৃশ্য হইল।

মাকড়সাও সঙ্গীতপ্রিয়। একদা কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে দেখিতে পাইলেন যে ঘরের ছাদে যেখানে কতকগুলি মাকড়সা ছিল তাহারা সকলে একে একে তাঁহার সম্মুখস্থ দেয়ালে আসিয়া একত্রিত হইল; যতক্ষণ তিনি বাজাইলেন, ততক্ষণ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল না।

বর্ফো নামক প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে হস্তীও সঙ্গীত ভালবাসে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল হস্তী নীত হয়, তাহাদিগকে বাদ্যযন্ত্রের সহিত তালে তালে নাচিতে দেখা গিয়া থাকে।

উক্ত প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌ বলেন যে তিনি কোন কোন কুকুরকে বিশেষরূপে সঙ্গীত-প্রিয় দেখিয়াছেন।

গৃহগোধিকা জাতীয় সরীসৃপগণ সঙ্গীতে বিশেষ মুগ্ধ হয়। একদা কোন ইংরাজ পরিব্রাজক মধ্য আফ্রিকার কোন অরণ্যের এক স্থানে গৃহগোধিকা জাতীয় নানা প্রকারের বহুসংখ্যক

সরীসৃপ দেখিতে পান। ঐ গুলি কি প্রকার জীব, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবার বাসনায় তিনি তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হন, কিন্তু তাঁহার পদশব্দে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। পরিব্রাজকের সঙ্গে একটী বীণাযন্ত্র ছিল। তিনি উহা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, অনেকক্ষণ পরে সরীসৃপ গুলি স্থির হইল, এবং নিস্পন্দ ভাবে বীণা ধ্বনি শুনিতে লাগিল। ইত্যবসরে পরিব্রাজক তাহাদিগের আকার প্রকার বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পত্রোত্তর।

দাদা বাবু!

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পাইলাম। আপনি লিখিয়াছেন "নূতন আইন পাস হইয়াছে, ইহাতে তোমাদের মনের ভাব কি তাহা লিখিবে।" আপনার এ সদাশয়তা আমি চিরদিনই মনে রাখিয়া সুখী হইব। আমরা আজিও মানব সমাজের বাহিরে রহিয়াছি। আমাদের সুখ, দুঃখ, ইষ্ট, অনিষ্ট আজিও পুরুষদিগের অবহেলনীয়। আজিও আমরা তাঁহাদের মাথায় চিন্তা করি, তাঁহাদের রুচি-অনুসারে গঠিত হই, এবং তাঁহাদের পায়ে হাঁটিয়া বেড়াই। তাঁহারা আমাদের রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া যে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। কিন্তু—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, বাড়াবাড়ির চোটে আমাদের হাড় পিষিয়া গেল! তাঁহারা আমাদিগকে সুশিক্ষা দিতে চাহেন না, পাছে আমরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারি। আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে রাখিতে চাহেন, পাছে দাসীত্বের বদলে সখীত্ব যাচ্ঞা করি। তাঁহারা আমাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে চাহেন না, পাছে তাঁহাদিগকে যমের মত ভয় না করি!! এইতো আমাদের সামাজিক অবস্থা!—এরূপ স্থলে যাঁহারা সহস্র ত্যাগস্বীকার করিয়া আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, যাঁহাদের শরীর মন ও অর্থ, নিঃস্বার্থভাবে আমাদের মঙ্গলের জন্যে অবিশ্রান্ত ব্যয়িত হইতেছে, যাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে আজি বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ "উচ্চশিক্ষা ও আদর্শ জীবন" প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই নারীহিতৈষী, পরার্থপর, নর-দেবতাদিগকে কি করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে হয়, তাহা আমরা কিছুই জানি না। যেমন মহাত্মা এব্রাহাম লিঙ্কন প্রভৃতি নরদেবতাদিগের পবিত্র নাম, হতভাগ্য নিগ্রোজাতির বুকে চিরদিনের মত লিখিত রহিবে, সেইরূপ বামাহিতার্থী দিগের পবিত্র নামও চিরকাল

অভাগিনী বঙ্গবাসিনীদিগের প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিবে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বরং নিগ্রোজাতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু বঙ্গমহিলায়া সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম। এই সকল কারণে, আপনার বালিকা-সম্বন্ধীয় আইনে আমাদের একটা মতামত থাকিতে পারে, এই বিশ্বাস দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম; এরূপ কথা কয়জনে জিজ্ঞাসা করেন?

এইতো গেল বিজ্ঞাপন, এখন কথার উত্তর করি। দাদাবাবু, আমাদের যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান, তাহাতে ঘর কন্নার বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই ভাল বুঝিতে পারি না—বিশেষতঃ যে আইনের বিষয়ে, দেশের বিখ্যাত লোকেরা অনেক অনুকূল প্রতিকূল যুক্তি দেখাইয়াছেন, যথাসাধ্য আত্ম-ক্ষমতা রক্ষা করিয়াছেন, আমি কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণু যে সেই আইনের বিষয়ে একটী কথাও বলিব?—তবে যখন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা, তখন ভয়ই বা কিসে, আর লজ্জাই বা কিসে? তাহি আমাদের কার্য্যক্ষেত্র রান্নাঘরে বসিয়া, সোজা মাথায় সহজ জ্ঞানে যাহা উপলব্ধ হইল, লিখিতেছি; মনে রাখিবেন আমি বক্তা আপনি শ্রোতা।

এ জগৎ সুখ দুঃখময়। তাই নূতন আইন পাস হওয়াতেও কতক সুখের, কতক দুঃখের কারণ হইয়াছে। সুখ এই যে রাজার সদাশয়তা। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্যে যেরূপ বহুল চেষ্টা করিতেছেন, সামাজিক অনিষ্টকারী বাল্যবিবাহ নিবারণ করিতেও সেইরূপ যত্নবান হইয়াছেন। আইনে ভুল অথবা ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু রাজার সদাশয়তার প্রশংসা কে না করিবে? তখনকার হিন্দু রাজাদের প্রজার মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল ছিল, তখনকার রাজ-শক্তি কেবল প্রজা-শক্তির সমষ্টি ছিল।—কিন্তু "এখনকার বিদেশী রাজা"কে অনেকে স্বার্থপর মনে করেন, তাই এই আইন উপলক্ষে রাজার নিঃস্বার্থ হিতৈষণা, ত্যাগস্বীকার, স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি, জানিবেন।

সুখের কথা বলিলাম, এখন দুঃখের কথা বলি। রাজার আইন করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদিগের মঙ্গল হইবে বলিয়া, এদিকে রক্ষণশীল (১) ও উদার নৈতিক (২) দুইদলে ভয়ানক ঝগড়া বাধিয়া গেল, একদল অপর দলকে জব্দ করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন! ঝগড়া ঝগড়ী কিছু বাঙ্গালির মধ্যেই গুরুতর হইল; (তাঁহারাই আবার বলেন মেয়ে গুলো ভারি ঝগড়া করে!) এই রকম বিবাদ বিষম্বাদ দেখিলে কার না দুঃখ হয়?

আমার বিশ্বাস ছিল দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই বাল্য-বিবাহের অপকারিতা বুঝিয়াছেন; আইনের নাম শুনিলে তাঁহারা আপ-

(১) Conservative.

(২) Liberal.

নারাই বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবেন। বাল্য বিবাহ কেন অপকারী তাহা এ ক্ষুদ্র পত্র মধ্যে বিশেষরূপ বলিতে পারিব না, দেশে অনেক আন্দোলন হইয়াছে, আমি আবার তাহার এক সংস্করণ বাহির করিব কেন? তবে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে বালিকাদের হইয়া দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ও উন্নতিশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্কা বালিকারা বিবাহের পরেই স্বামী ও স্বামি-গৃহ কেমন আপন করিয়া লয়; দুই দিনের মধ্যেই স্বামী স্ত্রীতে কেমন হৃদ্যতা জন্মে। আর হিন্দু গৃহের কাণ্ডজ্ঞানহীনা বালিকা বিবাহিতা হইলে "স্বামী ও স্বামিগৃহ" শুনিতেই তাহার গায়ে জ্বর আইসে। অন্ততঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়সের না হইলে, সে স্বামীকে ভাল বাসিতেই পারে না। এ কারণটী সামান্য বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

দ্বিতীয়তঃ যাহারা অতি অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়, বিবাহের দুই এক বৎসর পরে যদি তাহাদের "বৈধব্য" ঘটনা হয়, তবে কি ভয়ানক কাণ্ড হয় একবার মনে করুন দেখি।—বৈধব্যাবস্থা কাহারও সুখের নহে সত্য, তবে যাহারা সজ্ঞানে স্বামীকে একদিনও দেখিয়াছে, তাহাদের ত্যাগস্বীকারের পথ অনেক সহজ—একথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই অনুভব করা যায়। কিন্তু বিবাহের মর্ম্ম না বুঝিয়া, কেবল কঠোর শাসনে, কেবল পর-বল পীড়ায় যাহারা "বৈধব্য" গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা আত্মবিস্মৃত হইবে কি করিয়া?—যে শিক্ষা-বলে শিক্ষিতা রমণীগণ "কৌমার্য্য" অবলম্বন করিতে সক্ষমা হন, সে পবিত্র শিক্ষা বিধবা বালিকার স্বপ্নেরও অগোচর।—বিশেষতঃ অনেক গৃহে তাহাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা "অসহনীয়" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের পরিণাম—বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর অবলাদিগের পরিণাম যে কি শোচনীয় কি ভয়ানক, তাহা একবার বিবেচনা করুন্।—ধরিয়া বাঁধিয়া পাঁচী তেলিনীকে "ভগিনী ডোরা" সাজাইতে যাওয়া কি পাগলের কার্য্য নহে? *—তাই আমরা বলি যে যদি বাল্যবিবাহ নিবারিত হয়, তাহা হইলে আর "কুমারী বিধবা" দেখিতে হইবে না—বঙ্গভূমিও অশান্তির স্রোতে ভাসিবে না!!

যাহাহউক রক্ষণশীল সম্প্রদায় বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতে যেরূপ বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গিয়াছি! তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহা-

* বড় দুঃখের বিষয় আমাদের শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীও একথা বুঝেন নাই। তিনিও প্রাপ্তবয়স্কা অপ্রাপ্তবয়স্কা সকল বিধবার পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

দিগকে আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কারণ হিন্দুশাস্ত্রে বাল্যবিবাহের সপক্ষে বিপক্ষে দুই রকম যুক্তিই আছে। যাহা সত্য, যাহা শুভ, তাহাই গ্রহণীয়। কেহ কেহ মনে করেন বাল্যবিবাহ রহিত হইলে, রমণীগণ স্বামীর আদর্শে গঠিত হইবে না এবং স্বামীর বশীভূতা রহিবে না। বড় দুঃখের বিষয় ইহাঁরা হিন্দুশাস্ত্র ওলট পালট করিয়া, আর্য্যদিগের ইতিবৃত্ত সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াও ভুল বিশ্বাস করেন। যাঁহারা পতিব্রতা কুলের আদর্শ, সেই সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণ কি বর্ত্তমান হিন্দু বালিকার মত নয় দশ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন? যাহাহউক এই সম্প্রদায় আগে বহুবিধ যুক্তি দিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে (কেহ কেহ) বঙ্গ মহিলার ধর্ম্মনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিলেন, যে তাহা শুনিয়া ভদ্র লোকে কানে হাত না দিয়া থাকিতে পারে না!—ছি! ছি! ছি! আপনাদেরই মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যা; আপনাদেরই আশ্রিতা, পালিতা, রক্ষিতা; আপনাদেরই সম্মান, লজ্জা ও আদরের জিনিস; স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগকে কি এমনি করিয়া গড়িতে হয়?" 'প্রতিবাদ করিতে পারিবে না' ভাবিয়া কি এমনি অকথ্য কথা কহিতে হয়? শত্রুকে জব্দ করিবার আশয়ে কি সত্যসত্যই নিজের গলায় দড়ি দিতে হয়? ছি! ছি! ছি!—এতদূর গড়াইয়া শেষে দেবতার কাছে অনেক প্রার্থনা করিলেন, তার পর আইন পাস হইলে, কেহ কেহ দেবতার উপরেও কত "অভিমান" ঢালিলেন!—ইহাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাস অবশ্য প্রশংসনীয়, কিন্তু এত বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের এত ভ্রম কেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অনুমান হইল না। দেবতা তো সকলেরই দেবতা, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, তিনি পক্ষপাতিতা করিবেন কেন? আর আমরা ক্ষুদ্রতম কীটাণু আমাদের কলঙ্কে দেবতাকে কলঙ্কিত করিতে যাই কেন? তাই বলিতেছি, দাদা বাবু, যাঁহারা হিন্দু সমাজ রক্ষা করিতে অগ্রসর, আমাদের সেই শ্রদ্ধাস্পদ রক্ষণশীল দলের এইরূপ কার্য্যে আমরা বিশেষ মনোবেদনা পাইয়াছি।

তারপর উদারনৈতিক দলের কথা। ইহাঁদের মত অনেকটা নিরপেক্ষ ও সত্য, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি। ইহাঁরা একেবারেই "গাধা পিটিয়া ঘোড়া" বানাইতে চাহেন। যদি এতই বোঝেন—যদি স্বদেশের মহিলার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তবে একটু ধৈর্য্য ধরিতে চাহেন না কেন? দেশকাল পাত্র মনে রাখেন না কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাদের মধ্যে আইন পাস হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আহ্লাদে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন!—আইন পাস হইয়া যে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল

হইয়াছে, আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। যতদিন দেশে কুসংস্কার থাকিবে, যতদিন দেশে ছেলে বিক্রয়, মেয়ে বিক্রয় চলিবে, যতদিন লোকে জাতীয় মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন যে বাল্যবিবাহ নিবারিত হইবে, এরূপ আশায় বিশ্বাস করা যায় না। যদি বাল্যবিবাহই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে আইন পাসের ফল হয়তো "অমৃতে বিষ" হইয়া উঠিবে। আর এক কথা, যাঁহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন পাস হওয়ার সহায়তা করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই আইনকেই দেশের শান্তি ও উন্নতি-বর্দ্ধক বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস করিতেছেন, তাঁহারাই বা আনন্দে "আত্মহারা" কেন? কাজ করিয়া অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে, সে কাজ কি "মাটী" হইয়া যায় না? ভাল কাজ করিবার তুমিই বা কে, আমিই বা কে, আর স্বয়ং রাজাই বা কে? যিনি রাজার রাজা, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্‌ তাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, তবে যে সময়ে সময়ে অসত্য প্রবল হয় সে কেবল সত্যের জয় হইবে বলিয়া। মহাত্মা খৃষ্টকে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল, খৃষ্ট-নীতি প্রচার হইবে বলিয়া, রাজা রামমোহন রায় দেশের লোকের হাতে অসহনীয় কষ্ট পাইয়াছিলেন, সত্য ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া। * তাই বলিতেছি, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই হউক, আর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হইতেই হউক, যাঁহার কাজ তিনিই করাইতেছেন, মানব কেবল উপলক্ষ মাত্র। (এই জন্যে গালিগালাজ শুনিলে ও অহঙ্কারের ভাব দেখিলে আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা লাগে।) বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে আপনাআপনি মনে আসে,

"—আনন্দে বিহ্বল;
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রথে,
চলেছে উন্নতি পথে;
মহান্ উদ্দেশ্য মূলে অনন্ত মঙ্গল।"

তাই বলিতেছি কাজ করিয়া মানুষের বাহাদুরী কিসে? যদি দেখিতাম, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দুই দলেই, জগদীশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বদেশের কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে দাদা বাবু, এই মর জীবনে স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম, তাই না দেখিয়াই বড় দুঃখ হয়।

রক্ষণশীল, উন্নতিশীল, দুই দলের কাছেই মা জন্মভূমি অনেক আশা রাখেন। দুই দলই আমাদের ভক্তি-ভাজন। তাই তাঁহাদের মধ্যে কোন রকম ভুল বা ত্রুটি দেখিলে আমাদের অসহ্য কষ্ট হয়। এই কারণেই আপনার নিকটে এসকল কথা বলিলাম।

* ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যাহা "সত্য" বলেন, নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ও তাহাই "সত্য" বলেন। সদ্ভাব প্রথম ভাগ ও ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। আরও অনেক দেখাইতে পারি।

আশা করি আপনার অনুগ্রহ "ক্ষমা" বিতরণে কৃপণ হইবে না।

আইন পাস হইয়াছে সে মন্দের ভাল।—ভারতবাসীরা যদি আইনের অতীত হইতেন, তাঁহদের জন্যে যদি কঠোর রাজবিধির আবশ্যক না হইত, তাহাহইলেই সকল দিকে ভাল হইত। বাঙ্গালিদিগের "সুসভ্য, সুরুচিমান, কুসংস্কারহীন" বলিয়া একটা বড় গৌরব ছিল, এখন তাহা অনেক কমিয়া গেল, ভারতের অন্যান্য জাতি এখন বাঙ্গালির উপরে উঠিয়াছেন। যাহা হউক এই আইনে যদি বাঙ্গালির চোক ফোটে, যদি দেশের উন্নতির মূল দৃঢ় হয়, যদি রমণীগণের শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা হইলেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। রাজার উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ বলিয়াই রাজা আমাদিগের ধন্যবাদার্হ। এসম্বন্ধে আর নিষ্প্রয়োজন।

আপনার মঙ্গল সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের মঙ্গল। নিবেদন ইতি।

আপনার স্নেহের
গরিব ভগিনী * * *

প্রাণিরহস্য।

কতকগুলি সমুদ্রচর পক্ষী আছে, তাহারা সমুদ্রের তরঙ্গের উপর বসিতে পারে, তরঙ্গগুলি যেমন এক একটী করিয়া উঠিতে পড়িতে থাকে, তাহারাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠিতে পড়িতে পড়িতে চলিয়া যায়।

উষ্ট্রগণ ক্রন্দন করিয়া থাকে। উষ্ট্র অতি সহিষ্ণু, কিন্তু মরুভূমির উপর দিয়া যাত্রা করিতে করিতে যখন তাহারা কোন বিপদে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখা যায়।

মাকড়সা নীচে নামিবার সময় স্বীয় মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক নামিয়া থাকে, আবার উপরে উঠিবার সময় সেই সূতাটী উদরসাৎ করিতে করিতে উঠিয়া যায়।

কতকগুলি জন্তু বায়ুমান যন্ত্রের কাজ করে। তাহাদের কার্য্য ও গতি পরীক্ষা করিয়া ঝড় বৃষ্টি হইবে কিনা তাহা অবগত হওয়া যায়। এক জাতীয় শামুক আছে, তাহারা বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। কিয়দ্দিবস পরে যে বৃষ্টিপাত হইবে, তাহা যদি দুই চারিদিনের অধিককালব্যাপী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শামুকগুলি বৃক্ষের পাতার নীচের দিকে আশ্রয় গ্রহণ করে, নচেৎ পাতার উপর দিকে অবস্থিতি করে। অপর এক জাতীয় শামুক আছে, বৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদিগের গাত্র পীতবর্ণ ধারণ করে। মাকড়সার গতি ও কার্য্য পরীক্ষা করিয়াও ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব সংবাদ পাওয়া যায়। যখন দেখা যায়, মাকড়সাগুলি

নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে অনধিককাল মধ্যেই বৃষ্টিপাত হইবে। বৃষ্টির সময় যদি মাকড়সাকে বিশেষ কার্য্যশীল হইতে দেখ, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে অবিলম্বে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে।

আখ্যান মালা।

(১৪ শ সঙ্খ্যা।)

১। একজন বিখ্যাত পারস্য দেশাধিপতি মৃগয়ায় গমন করিয়া ভৃত্যগণকে মৃগমাংস ভোজনের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। সঙ্গে লবণ না থাকায় এক বালক লবণানয়নার্থে এক গ্রামে প্রেরিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বালকটিকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ লবণের মূল্য লইয়া যাইও।" তাঁহার ভৃত্যেরা প্রভুর কথাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সামান্য লবণ বিনামূল্যে গ্রহণ করিলে দোষ কি?" সম্রাট উত্তর করিলেন "পৃথিবীতে যত অমঙ্গল দেখা যায়, সকলি একটু একটু করিয়া এতটুকু হইয়াছে। আমি যদি লবণ লই, আমার ভৃত্যেরা হয়ত একটি গাভী লইবে।"

মানব জীবনে সর্ব্বদাই তিল হইতে তাল পরিমাণ অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২। একদা এক ব্যক্তি আল্‌ভার ডিউককে জিজ্ঞাসা করেন, "অমুক বৎসরের সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলেন্ কি?" তিনি উত্তর দেন, "আমি সংসারের কার্য্যে এত লিপ্ত যে আকাশের দিকে দৃষ্টি করিবার সময় পাই না।"

অধিকাংশ লোকেরই এই অবস্থা। আমরা সংসারে এত লিপ্ত যে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে আসন পাতিতেই পান না।

৩। রোম-সম্রাট ভেস্পেসিয়ান্ নিশাকালে আত্মানুসন্ধান করিতেন। যে দিবস কোন হিতকর কার্য্য না করিতেন সে দিবস দৈনন্দিন লিপিতে "আমি এক দিন হারাইয়াছি" লিখিতেন। মহাত্মাগণ আত্মানুসন্ধান দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উহা উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। দৈনন্দিন লিপিতে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী ও দোষাদোষ সংক্ষেপে লেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৪। মেসিডনাধিপতি সেকেন্দার সাহ একদা জ্বর-রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসক ফিলিপ্ তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। সেকেন্দার সাহ একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে একব্যক্তি ফিলিপ্‌কে

বিশ্বাসঘাতক, ও ঘুস লইয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছিল। ফিলিপ্ ঔষধ হস্তে সেকেন্দারের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেকেন্দার চিকিৎসকের হস্তে পাঠার্থে পত্রখানি দিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে ঔষধ পান করিতে লাগিলেন। এই বিশ্বাস ব্যর্থ হইল না, কারণ সেই ঔষধেই রোগীর বিশেষ উপকার হইল। সরল অকপট বিশ্বাসের নিকট যেমন মনুষ্য, তেমনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরও পরাজিত।

৫। একজন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী সাগরবক্ষে ভয়ানক ঝড়ের সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রিয়তম! তুমি এত ঝড়ের সময় কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছ?"

তাঁহার স্বামী উঠিয়া তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া স্ত্রীর বক্ষের দিকে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার ভয় হইতেছে না?"

তাহার স্ত্রী অম্‌নি বলিলেন,—"না, কখনই না।" কর্ম্মচারী—কেন?"

স্ত্রী,—"কারণ আমি জানি উহা আমার স্বামীর হস্তে রহিয়াছে এবং তিনি আমাকে এত ভাল বাসেন যে কখনও আমার অনিষ্ট করিতে পারেন না।"

কর্ম্মচারী,—"স্মরণ রেখ, আমি ও জানি আমি কাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাঁহারই হস্তে ঝড় বায়ু রহিয়াছে। তাঁহারই হস্তে সমুদ্রের বারি রহিয়াছে, ভয় ভাবনা কিসের?"

"ধন্য সেই জন তোমার হাতে প্রাণ করিয়াছে যেই দান!"

মুক্তিফৌজের জয়।

মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ ঘটনা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন—পাপভারাক্রান্ত দারিদ্র্য-নিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য জ্ঞান শিক্ষার উজ্জ্বল আলোক বিস্তীর্ণ করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাথু আর্ণল্ড, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানীগণ বহু চেষ্টা দ্বারাও যে লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কার্য্যগত জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ "সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়" এই যে নীতি প্রচার করিতেছেন, জেনারেল বুথ সেই নীতির অসারতা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। "মুক্তিফৌজ" ও ইহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিলে তাহা অতি

রঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে এসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

"মুক্তিফৌজ" এই নাম শুনিলেই অনেকের হাস্য ও অবজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে। আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে যাহাদের দৃষ্টি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের মনে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীতে যখনই কোন ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সতর্ক বিষয়ী লোকে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে পাগ্‌লামি জ্ঞানে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু মহৎ ভাবের নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে সকল মহাপুরুষ সংসারের লোকের দ্বারা পাগল পাগল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ঞ লোকের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল সাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য্য দেখিয়াই ভবিষ্যতে জ্ঞানীগণ অবাক্ হইয়াছেন, সংসারাসক্ত সন্দিগ্ধচিত্ত নরনারীগণ মহত্ত্বের সম্মাননা করিতে ও মহৎকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। মুক্তিফৌজ জিনিসটা কি? ইহা কোন পার্থিব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। ইহা বর্ত্তমান যুগে একটী অলৌকিক ক্রিয়া। মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্যমান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য ঐশীশক্তির প্রকাশ। মুক্তিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলা মাত্র। পচিশ বৎসর অতীত হইল অর্থহীন সহায়হীন বুথ্ একমাত্র সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া "মুক্তিফৌজের" সৃষ্টি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহৎ কার্য্যে হাত দিয়া মানুষ সংসারে কৃতকার্য্য হয়, বুথের তাহার কিছুই ছিল না। অধিক কি, বুথের একটী উপাসনালয় পর্য্যন্ত ও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের দরিদ্র, হীন ও অকর্ম্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয়া বুথ্ মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ পৃথিবীর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নরনারীর মুক্তির সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে। আজ মুক্তিফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বৎসরে প্রায় ৭,৫০,০০০পাউণ্ড(প্রায় ৭৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা) অর্থাগম হইয়া থাকে। একদিন যে মুক্তিফৌজের হাতে এক কড়া কাণা কড়িও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ ১৮ কোটী পাউণ্ড (১৮০০০০০০০০ টাকা) নগদ সম্পত্তির অধিকারী, একি সামান্য কথা!

সচরাচর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা এই ঘটনাটী কি কম আশ্চর্য্য!

বর্ত্তমান সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে বোধ হয় আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই মানব সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য এরূপ অদ্ভুত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই জানেন উনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্‌দিকে। ভোগসুখের দিকেই মানবের লক্ষ্য ও চেষ্টা। দৈহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কৃতার্থ হইল বলিয়া মানুষ মনে করে। দৈহিক সুখের উপরে আর যে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতর সুখ থাকিতে পারে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে আর যে কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, উনবিংশ শতাব্দীর পৌনে-ষোল আনা লোকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার স্রোতে মানুষ ভাসমান, ঘটনার নিয়ন্তা আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতেও পারে না, চিনিবার জন্য ব্যস্তও নয়।

মহাত্মা বুথ্ এই বর্ত্তমান মানব সমাজের গতি ফিরাইয়াছেন। নাস্তিকতার ও স্বার্থপরতার কঠিন পাষাণ গালিয়া বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে মহৎ ভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ্ এই মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, জেনারেল বুথের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ মানব কখনই ভুল ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ত্ব ও অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও বুথ্ অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভুল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অতীত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। যাহাহউক জনসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগণ্য বুথ্ ও তাঁহার পত্নী লণ্ডন সহরের পূর্ব্বদিকে অতি দীনভাবে জীবন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে এমন সামান্য দুটী লোক এই মহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিলেন!

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। ইন্দোরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যের মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজার উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতাকে ধন্যবাদ।

২। কুমারী এ ক্রামজী নাম্নী এক পারসী রমণী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থে লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভারত হইতে যাইতেছেন। ভারতে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

৩। কাশীতে জলের কলের জন্য এক দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পথ করা হইবে, এই জনরবে বহু লোক ক্ষেপিয়া সহর তোলপাড় ও অনেক উপদ্রব করে। ৫০০ লোক গ্রেপ্তার হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

৪। গত চৈত্র সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হয়, তাহাতে এত যাত্রী সমবেত হইয়াছিল যে লোক প্রতি /০ আনা করিয়া মাসুল লইয়া ২৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে। পুলিসের ভাল বন্দোবস্ত থাকাতে কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কয়েকটী সন্ন্যাসী ইচ্ছাপূর্ব্বক গঙ্গার গর্ভে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

৫। বরচীর এক পতিব্রতা যুবতীর কথা শুনা যায় তিনি স্বামীর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে গায়ে কাপড় জড়াইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কেবল এই মাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন, স্বামীর শ্মশানে যেন তাঁহার দেহ নিহিত হয়।

৬। ইংরাজ সৈন্য মনিপুর রাজবাটী দখল করিয়াছে। মহারাজ ও সেনাপতি পলায়ন করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কলিকাতা পথপ্রদর্শক—সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীপ্যারীমোহন দাস, মূল্য ।/০ আনা মাত্র। কলিকাতার ছোট বড় সকল রাস্তা এবং বাটী ও বাসিন্দার নাম একখানি মানচিত্রের সহিত যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকার বিবরণগুলি সংগ্রহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন।

২। কুইনাইন ব্যবহার—শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, প্রণীত, মূল্য ৴০ মাত্র। কুইনাইন জ্বর রোগের যেরূপ প্রচলিত ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রয়োগ প্রণালী জানা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা না জানাতে অনেক স্থলে হিতে বিপরীত ঘটে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কুইনাইন ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়।

৩। দম্পতি সুহৃদ—ললনা সুহৃদ প্রণেতা শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। যদিও গ্রন্থকার অনেক ভাল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ পুরাতন কথা। স্বামী স্ত্রীর পত্রগুলি যেন কিছু বাড়াবাড়ী রকমের ও বাহ্যিকতায় পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। সাধারণ বিষয় ছাড়া এ পুস্তকে নূতন শিখিবার আর কিছুই নাই। ফলতঃ গ্রন্থকার ললনা সুহৃদ লিখিয়া যেরূপ প্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহাদ্বারা সেরূপ হইতে পারেন নাই। রূপতৃষ্ণা ও সুখ তৃষ্ণা প্রবন্ধ ছটী মন্দ নহে।

বামারচনা ।

অভাগিনী । *

১

সাঁঝের বাতাস অই ধীরে বয়ে যায় ।
কেরে তুই এলো চুল,
কচি মেয়ে বেল ফুল,
তোর মা, বাঁধেনি খোপা, অমন মাথায় ?
অমন সোণার দেহ,
সে অভাগী ক'রে স্নেহ,
দেয় নি সাজিয়ে আহা, মণি মুকুতায় ?
তার যদি নাই ধন,
দেশে আছে ফুল বন,
মালা, বালা, দুল, ফুলে সব গাঁথা যায় ;
ফুলের ভুষণ দিয়ে,
দিব তোরে সাজাইয়ে,
আয়রে সরলা মেয়ে মোর বাড়ী আয় !
সাজাব ফুলের রাণী ফুলের ছটায় ।

২

তোরা কারা ?—কেন হেন র'লি অধোমুখে
কি ক'রি কি করি আর,
বুঝেছি তা এইবার,
সিঁথীতে সিঁদুর নাই—আলো নাই বুকে !
উহুহু । এ কচি মেয়ে,
কে দিয়েছে মাথা খেয়ে,
কেমনে কাটাবে কাল চিন্তা রাখি বুকে !
জ্বলন্ত আগুণ জ্বালা,
কেমনে সবেরে বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা' বাপ সম্মুখে !
বোঝে না যে "বিয়ে" হায় ।
তার আজি একি দায়,
"বিধবা কহিতে বুক ফেটে যায় দুখে,
বিধি হে ! এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে ?

৩

জড়ায়ে মায়ের গলে, কয় কানে কানে,
"সাথী সব খেলা ঘরে,
কত কি গহনা পরে,
দেনা মাগো ছুটোছুল দিয়ে মোর কানে।"
কভু কয় সেধে সেধে
"দেওনা মা চুল বেঁধে"
কত স'য় অভাগিনী মায়ের পরাণে ?—
হায় রে কপাল পোড়া,
কি আগুন বুক যোড়া,
সাথীদের বিয়ে হবে যাবে পতি-স্থানে,
অবোধ অভাগী মেয়ে,
বেড়াবে যে মুখ চেয়ে,
ওর মা, হয়েছে ও' তা স্বপনে না জানে !
অফুটন্ত কলিকায়,
রাক্ষসে দলিবে পা'য় !
সাবাসি সাবাসি বটে "হিন্দুর সন্তানে"
গড়া কি তোদেরি বুক নিরেট পাষাণে !

৪

কারে গো সাজা'স ভাই মুক্ত সন্ন্যাসিনী ?
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে "হবিষ্যান্ন" ভাত,
না হ'তে "সম্রাজ্ঞী" আগে পথ-ভিখারিণী
কে তোরা হৃদয়হারা,
কি বলিলি "ধ্রুব তারা"
পাখিরে পড়ালি কেন "হরে কৃষ্ণ" বাণী ?
বয়ঃ আট, নয়, দশে,
সিঁথীর সিঁদুর খসে,
বালিকা বধিতে তোর, শাস্ত্র টানাটানি ?
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচার্য্য" তার সাধ্য ?—
"না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণা কাণি"
এই তোর শাস্ত্র তত্ত্ব—হায় অভিমানী !

* একটী বিধবা বালিকা দর্শনে লিখিত ।

৫

"বাল্য-মেধ যজ্ঞে" এরা করিয়াছে মতি,
কচি কচি প্রাণ তায় দিতেছে আহুতি!
অধর্ম্মে ধর্ম্মের নাম,
হতেছে তো অবিরাম,
ভারত! ভারত! তোর কি হবে মা গতি?
এদের নিঠুর প্রাণ,
মুখে করুণার গান,
শুনায় অধ্যাত্ম যোগ তপস্যা মুকতি;
কিন্তু আঃশিশান যারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে,
দশ বছরের মেয়ে—বোঝে কি সে গতি?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ বোঝে কি সে
পতি?

৬

জানিয়া, চিনিয়া পতি হারা হয় যারা,
স্বর্গীয় পতির তরে,
তারাই জীবন ধরে,
পূজে সে দেবেরে দিয়ে প্রেম-অশ্রুধারা,
জগতের ধন রত্ন,
নাহি লোভ নাহি যত্ন,
স্বরগে সর্ব্বস্ব তাই অবনী সাহারা;
ভোগ সুখ-সাধ যত,
দায়তের পদে রত,
আত্ম দান বিধাতায় নিত্য নির্ব্বিকারা!
তারাই "বিধবা" ঠিক,
"ব্রহ্মচর্য্য বাস্তবিক,
তাদেরি পরম ব্রত "দেবাশীব" পারা।
একি নিদারুণ এ যে কাঁচা কচি মারা!

৭

আয়রে সোণার বাছা কোলে করি আয়!
দেখাই 'গে' দেশে দেশে,
ভীষণ রাক্ষসী বেশে,
পাষাণ মানুষ তোরে কেমনে সাজায়!
নাই দয়া নাই ধর্ম্ম,
বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম,
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়!
কি বাজে গড়া যে বুক,
রক্ত নাই এত টুক,
অনায়াসে কলিকা টুকু আগুণে পোড়ায়!
কত তর্ক কত ছল,
এত আসুরিক বল,
রাখিতে আপন কথা কত কি যোগায়?—
এ রাক্ষস পুরে বাছা, দাঁড়াবি কোথায়?

৮

সাধে তোর পায়ে পড়ি, বঙ্গবাসী ভাই,
একবার দেখ চেয়ে,
"ননীর পুতলী মেয়ে
জীবন্তে ধরিয়া মোরা আগুণে পোড়াই"!
খেতে খেতে যায় ছুটি,
হেসে হয় কুটি কুটি,
তার তরে একাদশী, কি বলিস ছাই!—
যে জানে না পতি সেবা,
পতিকে বোঝে না যেবা,
তার বিয়ে দিতে বিধি, তোর শাস্ত্রে নাই।
আমি তো বুঝনে মর্ম্ম,
"পূত পূজ্য আর্য্য ধর্ম্ম"
অধর্ম্মে ডুবাবি কেন—কেন এ বড়াই?—
আয়রে আগুণ জেলে,
দেশাচার দেই ঢেলে,
ভারত কলঙ্ক আজ, সমূলে পোড়াই—
আমরা মানুষ, আয় মানুষি দেখাই!

লেঃ শ্রী ***

ভ্রমসংশোধন।

গতবারের বামাবোধিনীতে "খাসিয়া জাতি" প্রবন্ধে ২য় ছত্রে (৩৬৬ পৃষ্ঠা) "উত্তর পূর্ব্ব দিকে" না হইয়া "দক্ষিণ পশ্চিম কোণে" হইবে। এবং "প্রাণি-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে (৩৬৯ পৃষ্ঠা) ১ম ছত্রে "বিড়াল" না হইয়া "কুকুর" হইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮—জুন ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরীর দেশভ্রমণ।—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ফরাসীদেশ ভ্রমণ করিয়া গত ১লা মে লণ্ডননগরে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহার সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন তাহার বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসী। সে তাঁহার গাড়ীর পশ্চাতে বসে; তিনি যেখানে যান, পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় এবং আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বাহুর উপর ভর দিয়া পদব্রজে চলিয়া থাকেন। এই ব্যক্তি মহারাণীর ভূতপূর্ব্ব প্রিয়তম অনুচর জন ব্রাউনের স্থান অধিকার করিয়াছে।

মণিপূর অধিকার।—যুবরাজ কুলচন্দ্র ও সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ পাত্রমিত্রগণ সহ পলায়ন করাতে ইংরাজ সৈন্য বিনাযুদ্ধে মণিপুর অধিকার করিয়াছে। পথে ২০০ মণিপুরীর সহিত একদল ইংরাজ সেনার যুদ্ধ হয়, তাহাতে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ গুরুতর রূপে আহত হন, কিন্তু শত্রুগণ সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরাজসৈন্য এখন মণিপুর প্রাসাদে। জেনারল কলেট মণিপুরের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া কার্য্য করিতেছেন। হত ইংরাজদিগের শব সমারোহে কবরে সমাহিত হইয়াছে। মণিপুরীরা অবাধে ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছে। এখন দোষীদিগের দণ্ডবিধান অবশিষ্ট আছে। কয়েকজন অপরাধী ধৃত হইয়া বিচারাধীন আছে। কুলচন্দ্র ও ধরা পড়িয়াছেন। টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে ধরিবার জন্য লোক সকল

প্রেরিত হইয়াছে। মণিপুর শীঘ্রই সুশাসিত হইবার সম্ভাবনা।

দান।—গৌরীপুরের রাণী মণিপুরে বিপদগ্রস্ত ইংরাজ ও দেশীয়দিগের সাহায্যার্থে ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সুরাপান নিবারণ।— প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপের রাজা ঘোষণা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন প্রকার মাদক পানীয় বিক্রয় বা বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিবে, তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের এ সাহস নাই!

স্ত্রীলোকের সাহস—ভূতপূর্ব্ব মণিপুর রেসীডেন্টের পত্নী বিবি গ্রিমউড পাহাড়িয়ার পোষাক পরিয়া আশ্চর্য্য সাহস ও বুদ্ধি কৌশলে ইংরাজসৈন্যদিগকে পথ দেখাইয়া মণিপুর হইতে আনেন, পরে তাহারা সেনাপতি কাউ-লীর সৈন্যদলের সহিত মিলিত হয়। তাঁহার শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

ঘূর্ণাবায়ু।—গত ২০এ এপ্রেল যশোহরের পুরলদ নামক গ্রামে হঠাৎ এক ঘূর্ণাবায়ু উঠে, তাহাতে ৮টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং কতক স্থানের সমুদায় গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর লোক সংখ্যা।—পৃথিবীর অধিবাসী ১৪১ কোটী ২ লক্ষ ৮১ হাজার। তন্মধ্যে এসিয়ায় প্রায় ৮২ কোটী, ইউরোপে ৩৫ কোটী, আফ্রিকায় ২০ কোটী এবং আমেরিকায় ১১ কোটী, সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের বাস।

ম্যাডাম ব্লাভাস্কীর মৃত্যু।—থিওজফীর অধিনেত্রী অশেষ গুণবতী এই রমণীর মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিষাদিত হইলাম। ইনি রুসীয় মহিলা হইয়াও ভারতের পরম হিতৈষিণী ছিলেন এবং ইহার গৌরব বৃদ্ধির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়া ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন;—

শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র।
" বসন্তকুমারী গুপ্ত।
" কিরণশশী মুখোপাধ্যায়।
" কৈলাসবাসিনী গুহ।
" ক্ষীরোদাসুন্দরী রায়।
" যাদুমণি দেবী।
" হেমাঙ্গিনী দেবী।
" শশীমুখী নাথ।
" এগ্নেস্ সিসিলিয়া ব্যাষ্টিন।
" শান্তমণি বিশ্বাস।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম উত্তীর্ণাদিগের প্রথম স্থানীয় শরৎকুমারী মিত্র কলিকাতার ৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

মণিপুরের পতন ।

মহাভারতে বর্ণিত আছে অর্জ্জুন তীর্থভ্রমণকালে চিত্রসেন নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তাঁহার যে সন্তান হয়, তিনি বভ্রুবাহন নামে অভিহিত হন এবং মাতামহ-প্রদত্ত মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পাণ্ডবেরা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য অশ্ব লইয়া নানা দেশ পর্যটন করেন, তখন মণিপুর-রাজ সেই অশ্বমেধের ঘোড়াকে বাঁধিয়া রাখেন। মহাভারতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

"মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি,
তিনবৃন্দ সেনা তার নবলক্ষ হাতী.
এক লক্ষ নৃপতি রাজার সেবা করে,
নানা রত্ন আনে সেই ভূপতি গোচরে,
চিত্রাঙ্গদা পুত্র সেই অর্জ্জুন-নন্দন,
নবলক্ষ রথ যার আছে সুশোভন।
ষাটী কোটী অশ্ব আছে রণেতে যাহার,
মহাবল বভ্রুবাহ বীর অবতার।"

অশ্বরক্ষক বীরাগ্রগণ্য স্বয়ং অর্জ্জুন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-চমূ, রথী ও মহারথী সকল ছিলেন। বভ্রুবাহন মাতৃ উপদেশে প্রথমতঃ অশ্ব প্রত্যর্পণ করিয়া অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট করিতে চান, কিন্তু তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত হওয়াতে এবং তাঁহার মাতার প্রতি নানা প্রকার কটুকাটব্য প্রয়োগ করাতে তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। পুরাণে লিখিত আছে এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণবিনাশ হয়, কিন্তু পরে পাতাল হইতে মণি আনিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করা হয়। তখন অর্জ্জুন বভ্রুবাহনকে বীরপুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন এবং সদ্ভাবে তাঁহার নিকট হইতে যজ্ঞের অশ্ব লইয়া প্রস্থান করেন।

দ্বাপরযুগ হইতে একাল পর্যান্ত মণিপুরে সেই বভ্রুবাহনের বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৯১ সালের ২৭এ মে বৃটিষ কেশরীর গ্রাসে সে রাজত্ব কবলিত হইয়াছে এবং মণিপুর রাজপ্রাসাদের উপর বৃটিষ জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। মণিপুরের সিংহাসনে গত ৬ বৎসর সুরচন্দ্র সিংহ অধিরূঢ় থাকিয়া পূর্ব্ব পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক বৃটিষরাজের সহিত মিত্রভাব রক্ষা করিতে ছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর হইল মণিপুরের সহিত ইংরেজের মিত্রতা এবং পরস্পরে পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী। ব্রহ্মদেশীয়দিগের হইতে মণিপুরকে ইংরাজেরা অনেকবার রক্ষা করিয়াছেন এবং গত ব্রহ্মযুদ্ধে মণিপুরীরাও ইংরাজদিগের প্রচুর সহায়তা করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসে মণিপুর

রাজবাটিতে এক ভয়ানক রাজদ্রোহ হয়। সুরচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ ও তৎকনিষ্ঠ টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য লাভের বাসনায় হঠাৎ এক রজনীতে রাজাকে আক্রমণ করেন। রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া কলিকাতায় আশ্রয় লন। এদিকে কুলচন্দ্র সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। পদচ্যুত রাজা সুরচন্দ্র রাজপ্রতিনিধির নিকট আত্মকাহিনী সবিস্তার বর্ণন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজপ্রতিনিধি জানি না কি অভিপ্রায়ে গত মার্চ্চমাসে চারি পাঁচশত গুর্খা সৈন্য সহিত চিফ কমিসনার কুইন্টন সাহেবকে মণিপুরে পাঠাইয়া একটী দরবার করিতে আদেশ করেন। কুইন্টনের দরবারে যুবরাজ আসেন, সেনাপতি উপস্থিত হন না। সেনাপতি রাজ্যের যত গোলযোগের মূল, এই জন্য তাহাকে বন্দী করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাহাহউক যুবরাজ আসিলেন না দেখিয়া ইংরাজসৈন্য তাহার বাটী আক্রমণ করেন। রাজবাটী রক্ষার্থ ৬০০০ মণিপুরী নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারা স্বল্পপরিমিত ইংরাজসৈন্যকে পরাস্ত করে। ইংরাজসৈন্য রেসিডেন্সীতে ফিরিয়া আসিলে রাজবাটী হইতে তাহার উপর অসংখ্য গোলাগুলি বর্ষিত হয়। সুবিধা নাই দেখিয়া চিফ কমিসনার সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয় পক্ষের সংগ্রাম স্থগিত হয়। পরে চিফ কমিসনার রেসিডেণ্ট গ্রিমউড ও আরও কয়েকটী সহচর সমভিব্যাহারে যেমন রাজবাটী উপস্থিত হইলেন, মণিপুরীদিগের দ্বারা তাঁহারা বন্দীকৃত ও হত হইলেন। তৎপরে মণিপুরীরা পুনরায় ভয়ঙ্কররূপে রেসিডেন্সী আক্রমণ করেন। কর্ণেল বয়লো ও বিবী গ্রিমউড উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্যদলসহ কাছাড় অঞ্চলে পলাইয়া যান।

ইংরাজসৈন্য সুসজ্জিত হইতে যে ২।৩ সপ্তাহ বিলম্ব হয়, কুলচন্দ্র ও টীকেন্দ্রজিৎ সেই স্বল্প মাত্র কাল মণিপুরের উপর একাধিপত্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে গত ২৭ শে মে তারিখে কাছাড়, টামু ও কোহিমা তিনদিক্ হইতে ৩ দল সৈন্য মণিপুরে উপনীত হইয়া দেখেন রাজধানী শূন্য, যুবরাজ সেনাপতি প্রভৃতি পলায়িত। পথে দুই স্থানে সামান্য যুদ্ধ হয়, কিন্তু ৩ দল সৈন্য আসিয়া অবাধে রাজধানী অধিকার করিয়াছে। মণিপুরবাসীরা ইংরাজদিগের প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে। এখন পলায়িত রাজবংশীয়দিগকে ধৃত ও দণ্ডিত করিবার জন্য ইংরাজ সৈন্য ব্যস্ত।

মণিপুর লইয়া কি করা হইবে, তাহার প্রসঙ্গ চলিতেছে। যাহাই হউক ইহার চিরন্তন স্বাধীনতা যে বিলুপ্ত হইল এবং ইহা যে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্ণনার সহিত এখন এই

বর্ণনার তুলনা করঃ—

মণিপুরে কুলচন্দ্র নামে নরপতি,
কুক্ষণে ইংরাজ সনে যুঝিবারে মতি,
কুমন্ত্রী টীকেন্দ্রজিতে করিয়া সহায়,
বধিল মৃগেন্দ্র পঞ্চ দুষ্ট ছলনায়।
আইল ব্রিটিষচমূ করিবারে রণ,
প্রাণভয়ে কাপুরুষ করে পলায়ন।
মণিপুর স্বাধীনতা-রবি অস্তমিল,
কুলচন্দ্র কুলাঙ্গার সবংশে মজিল।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।*

প্রথম প্রস্তাব।

এই বিশাল জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হয় যে সর্ব্ব সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে হীনতর অবস্থায় জীবনাতিপাত করিতে হইতেছে। পূর্ব্বতন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকেরা বেদ পাঠের অনধিকারিণী; খৃষ্টান ও য়িহুদী সম্প্রদায়েরা ধর্ম্মানুশীলন হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তো ইহাদিগের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন; এইরূপ জন-সমাজে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের অবস্থার হীনত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে বাঙ্গালী রমণীদিগের অবস্থা আবার অধিকতর নিকৃষ্ট দেখা যায়। অন্যান্য সমাজের ললনাগণ পুরুষজাতির নিরন্তরে থাকিয়া, কোথাও বিপুল বিদ্যা বুদ্ধি উপার্জ্জন করিতেছেন, কোথাও "স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকার" দেখাইতে পুরুষজাতির প্রতিপক্ষে তুমুল আন্দোলন করিতেছেন, কোথাও মহাসভায় সভ্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কোথাও যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতেছেন; মেথডিষ্ট খৃষ্টান মহিলাগণ ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী ও ধর্ম্ম-দীক্ষা কারিণীরূপে ব্রতী হইয়াছেন এবং আমেরিকার ইউনাইটেড প্রদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত পরিতেছেন। আমরা বঙ্গমাতার কন্যা—এই সকল ঘটনার কোন কোনওটী শুনিয়া বিস্ময়াপন্না হই এবং কোন কোনওটী স্ত্রীলোকের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করি। বোধহয় আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন যে, বঙ্গরমণী চিরদিনই পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছেন। পুরুষদিগের আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে ইহাদিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম, রুচি ও কার্য্যকলাপ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্য, পশু, ক্রীত দাসী, কিংবা রাজ্ঞী পুরুষেরা

---

* ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ উপলক্ষে লিখিত।

ইচ্ছামত যখন যাহা সাজাইতেছেন, বঙ্গমহিলাকে তাহাই সাজিতে হইতেছে। বলবানের সহিত দুর্ব্বলের, প্রভুর সহিত ভৃত্যের ও ইংরেজের সহিত বাঙ্গালীর যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালী পুরুষদিগের সহিত বঙ্গরমণীগণেরও সেই সম্বন্ধ। অত্যাচারী বা ক্রূরপ্রকৃতি ইংরেজ রাজপুরুষ হইলে বাঙ্গালীকে যেরূপ তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার সহিতে হয়, স্বার্থপর কি হৃদয়হীন পুরুষের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বাঙ্গালা রমণীকেও সেইরূপ পদে পদে দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়। ইয়োরোপীয়দিগের মধ্যে যেমন ভারতের প্রকৃতহিতৈষী বন্ধু আছেন, দেশীয় পুরুষদিগের মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রীজাতির যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী হিতকারী ব্যক্তিগণও রহিয়াছেন; এই সকল মহোদয় আছেন বলিয়াই আজি উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিতে ও জন সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আর বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে যিনি যতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা এই নারী-হিতৈষী মহাত্মাদিগের একান্ত ন্যায়পরায়ণতা, অলৌকিক ত্যাগ স্বীকার ও অসাধারণ মহত্বের ফল। আশা করি আমার জাতীয় ভগিনীগণ, কৃতজ্ঞ চিত্তে ও একবাক্যে এই কথা স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইলে ইহাদিগের শিক্ষা, জ্ঞান, রুচি, কার্য্য ও ক্ষমতা আলোচনীয়। এরূপ স্থলে বঙ্গমহিলাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে পারিবারিক অবস্থা ও অপর ভাগে সামাজিক অবস্থা প্রকাশ করা যাইতে পারে। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের যে অবস্থা তাহাকে পারিবারিক অবস্থা এবং পরিবারের বাহিরে অর্থাৎ সাধারণ লোকসমাজে যে অবস্থা তাহাকে সামাজিক বা লৌকিক অবস্থা বলিলাম।

১ম পারিবারিক অবস্থা—পরিবারভুক্ত রমণীদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীস্থ দেখা যায়। ১ম কুমারী, ২য় সধবা, ৩য় বিধবা। কুমারী—সাধারণতঃ বালিকাগণই বাঙ্গালাদেশে কৌমার্য্যাবস্থায় কালযাপন করেন।* বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র বালিকা প্রকৃতিমাতার হস্তে সংসারের ভাবী স্ত্রীলোক গঠিত হইতেছে। যে শিশুবালা সংসার কাননে কুসুম কলিকা, যে কয়টী মুকুতা দন্তে প্রবাল হাসি হাসে, যে মধুমাখা আধ আধ আধ কথা বলিয়া শ্রোতার কানে অমৃত ঢালিয়া দেয়, যাহার অঙ্গভঙ্গি সমস্তই স্বর্গীয়—এই শিশুবালাই একসময়ে ভগ্নীরূপে ভ্রাতার সাহায্য করিবে, ভার্য্যারূপে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবে, বধূরূপে পতি-গৃহ-সেবিকা হইবে, মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রদত্ত সন্তান প্রতিপালন করিবে, গৃহিণীরূপে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবে এবং কন্যারূপে মাতাপিতার চরণে আজীবন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিতে থাকিবে; এই কলিকা

* কুলীন ব্রাহ্মণদিগের গৃহে যুবতী ও বৃদ্ধাও কুমারী অর্থাৎ অবিবাহিতা থাকেন।

প্রস্ফুটিত হইলে ইহা দ্বারা এতগুলি কার্য্যের সম্ভাবনা আছে। যাহাদ্বারা ভবিষ্যতে এতগুলি গুরুতর কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাকে তদুপযোগী করিয়া পালন করা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশীয় জননীরা অজ্ঞতা-নিবন্ধন শিশুপালনের গুরুতর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহারা সন্তানের মানসিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলার্থে ততদূর যত্নবতী হন না, শারীরিক সুস্থতার জন্যেই বিশেষ ব্যগ্র হন। সন্তানের বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুট হইতেছে কি না, তাহার মনে ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তির বীজ নিহিত হইতেছে কিনা, সে দিকে মাতার দৃষ্টি নাই; সন্তান হৃষ্টপুষ্ট হইল কি না, তাহার শরীর সবল সুস্থ রহিল কি না, সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি। এই কারণে বালিকা বাল-স্বভাব-সুলভ কোনও অন্যায় কাজ করিতে গেলে মাতা কাল্পনিক ভয় ও মিথ্যালোভ দেখাইয়া তাহাকে প্রতি-নিবৃত্ত করেন; সময়ে মিথ্যা কথা বলিতেও বাধ্য করেন, কখনও অযথা স্নেহ ও আদরের অনুরোধে সন্তানকে গুরুতর দোষের লঘুদণ্ড দিয়া তাহাকে নিঃশঙ্ক ও স্বেচ্ছাচারী করেন, কখনও বা লঘু দোষে গুরুদণ্ড দিয়া মাতৃস্নেহের প্রতি সন্তানের অবিশ্বাস জন্মাইতে থাকেন। বালিকা জ্ঞানের উদ্রেক হইলে তাহার ঠাকুরমা, দিদীমা প্রভৃতি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বিবাদ কলহ করাইতে অভ্যস্ত করেন, এবং তামাসাচ্ছলে কতকগুলি অশ্রাব্য এবং অকথ্য কথা শিক্ষা দেন। অপরিণামদর্শিনীগণের হস্তে বালিকা-জীবনের প্রথমাবস্থা, পরম-রমণীয় শৈশবকাল এইরূপ কুশিক্ষায় ও কুদৃষ্টান্তে অতিবাহিত হয়।

বালিকা বিদ্যাশিক্ষার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ তাহাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ আধুনিক। গত পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বালিকারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পাইত না। গত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা দশজন রমণীর বর্ণজ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ; এখনকার সময় অন্তুপাতে ভদ্র পরিবারের মধ্যে, বোধ হয় শতকরা দশজন নিরক্ষরা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকেরা বর্ণজ্ঞানহীনা কুমারীর পাণিগ্রহণে অনিচ্ছুক বলিয়া অনেক পিতা মাতা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি কত মাতা কন্যাকে বলিয়া থাকেন "ওরে হতভাগা, পোড় তে যা, যে ছেলের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হচ্ছে, সে তিনটা পাশ কোরেছে!" কেহ বলেন "আমার মেয়ের লেখা পড়ায় মন নাই, ও'কে কোন ভাল ছেলেয় বিয়ে করবে না" ইত্যাদি। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের ধারণা এই যে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই

বাক্যের সারত্ব বুঝিয়া যে বাঙ্গালীরা কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন তাহা নহে; কন্যার ভাবী পতির মনোরঞ্জন করাই অনেক স্থলে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য। তবে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে ও দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের যত্নে যে সহরে ও মফঃস্বলে প্রচুর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আর একটী কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই সকল বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিলে অধিকাংশ স্থলে বিশেষ কিছুই ফল পাওয়া যায় না। বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য, চিন্তাশীলতা, সুরুচি ও সভ্যতা শিক্ষা সকলের উপর ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি অনুশীলন দ্বারা বিকাশ করা বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য ফল। স্বাস্থ্য রক্ষা বা শরীর পালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা; ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, গৃহচিকিৎসা ও গৃহধর্ম্ম সংরক্ষণ, এ গুলি গৌণ ফল হইলেও স্ত্রীলোকের অবশ্য জ্ঞাতব্য; এই সকল লব্ধজ্ঞান ও কার্য্যই স্ত্রী-জীবনের উপযোগী, কিন্তু এ সকল বিষয়ে বঙ্গীয় বালিকার কতদূর ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, অধিকাংশ বালিকা বোধোদয় ও শিশুবোধ ব্যাকরণ শেষ না হইতেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। যিনি বেশীদিন বিদ্যালয়ে থাকিতে পান, তিনি ভূগোলের সীমা সীমান্ত হইয়া, পাটীগণিতের ভগ্নাংশ লইয়া, সীতা কিম্বা রাম বনবাসের দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস লইয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে যে বিষয় তাহাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে যে বিষয়ে লব্ধজ্ঞান তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ-জীবন সংগঠনে সহায়তা করিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। যে বয়সে বঙ্গকুমারীগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তাহাতে ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করাও কঠিন। যাহাহউক বিদ্যাশিক্ষার ফল এই হয় যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, এদিকে গৃহকার্য্য শিক্ষা করা প্রায়ই ঘটে না। তখনকার বার বছরের মেয়েরা ভোজের রান্না রাঁধিতে পারিতেন, ইহা এখন উপকথা বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ শিক্ষার প্রভাব!—আবার কোনও কোনও গৃহে "প্রাইজ পাওয়া স্কুলের মেয়ে" মাতা বা পিতামহীর আদেশে গৃহকার্য্য শিখিতে বিরক্ত হইয়া উঠেন! ইহাই যদি সভ্যতা ও সুরুচি হয়, তাহা-হইলে আমাদিগের উন্নতি এখনও বহু-দূরে!—যাহাহউক এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া বঙ্গ-বালিকাগণের কৌমারাবস্থা অতীত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

আর্য্যমহিলা।

গান্ধারী।

(গতবারের শেষ)

কুসংসর্গ ও পাপাচরণে যাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, তাহার কি কখনও চেতনা জন্মে ? দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন এবং তাহার ভ্রাতৃগণ কপটক্রীড়া পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হইল না। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে "সূচ্যগ্র ভূমি" দিতেও সম্মত হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদির উপদেশ, গান্ধারী দেবীর অনুনয় সবই নিষ্ফল হইল; সবই স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশেষে যুদ্ধই স্থির হইল।

যখন যুদ্ধকাল উপস্থিত হইল, তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতাদিগের সহিত জননীর চরণে প্রণাম করিতে গেলেন।—মার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে গেলেন। গান্ধারী দেবী পুত্রস্নেহে, ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। রোমীয় জননী, কোরিয়োলেনাসের পরিণাম জানিতেন কি না জানি না, কিন্তু গান্ধারী দেবী পুত্রের শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাইলেন; তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দৃঢ়তা সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয় হইবে। এমন নিষ্কাম ধর্ম্মচর্য্যা কে কোথায় দেখিয়াছে ? সন্তান মার বুকের রক্ত, জীবনের জীবন, হৃদয়ের আনন্দ। কিন্তু ধর্ম্ম তার উপরের জিনিস। ধর্ম্মের অনুরোধে সবই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের নিকট জীবনসর্ব্বস্ব সন্তানও তুচ্ছ। এমন কোনও অনুরোধ নাই, যে তাহার জন্যে ধর্ম্মকে অবমাননা করিবে। তুমি আমি কে? এ বিশাল বিশ্ব জগতের এক এক পরমাণু মাত্র। যাহা নিত্য, যাহা মঙ্গল, তাহাই হউক। তোমার আমার জন্যে, এ অণু কণিকার জন্যে বিশাল বিশ্বকে কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে বলিব? তবে যখন গোপালের সঙ্গে বিনয়ের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তুমি গোপালের মা, কার মঙ্গল কামনায় ভগবানের চরণে কাঁদিয়াছিলে ? "ধার্ম্মিকের জয়" কামনা কর নাই, তাহা হইলে তোমার পুত্রকে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়! কিন্তু তুমিই বা কে ? আর তোমার স্নেহের গোপালই বা কে ? যে তুমি অধর্ম্মাচরণ করিবে—পুত্রস্নেহে অন্ধ হইবে ? যদি প্রকৃত দেবীকে দেখিতে চাও, তবে আইস ভারতকন্যা গান্ধারীদেবীকে দেখ, যিনি পুত্রের বিপক্ষদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া তাহাদিগের জয় কামনা করেন, যিনি স্বার্থশূন্য অনুরাগিণী, যিনি পুত্রপৌত্রবতী অন্তঃপুরচারিণী হইয়াও মায়ামুক্তা সন্ন্যাসিনী, এমন দেবীকে—তুমি যে দেশের লোক

হও, যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক, এ অপূর্ব্ব পবিত্র দেবীকে পূজা কর, হৃদয় পবিত্র হইবে।

সময়ে সাধ্বীর মহাবাক্য সফল হইল। কত শত মহারথীর সহিত গান্ধারীর তনয়েরা একে একে রণশয্যায় শয়ন করিলেন। পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত হইল। সেই নিদারুণ সময়ে গান্ধারী দেবী, পুত্রবধূ, কন্যা ও আত্মীয়গণের সহিত সেই রণভূমি দর্শনে আগমন করিলেন। কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!—পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয় প্রভৃতির রক্তাক্ত মৃত দেহ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্নেহের ধন সকল ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে! সেই সকল মৃত দেহ দর্শনে ও পতিপুত্রহীনা রমণীদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে গান্ধারীদেবীর হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। মহাপ্রাণা গান্ধারী দেবী কোমলপ্রাণা বালিকার মত রোদন করিলেন। কিন্তু এই ভগ্নহৃদয়া এই শোকপ্লাবিতা গান্ধারী, ধর্ম্মহারা হইলেন না। পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগকে (শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিয়া) কিছুই বলিলেন না। গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, দুর্য্যোধনাদিকে—কৌরবপক্ষীয় শ্রেষ্ঠ বীরদিগকে অন্যায় যুদ্ধে হত করা হইয়াছে; গান্ধারীর বিশ্বাস ছিল, শ্রীকৃষ্ণই এই অন্যায় যুদ্ধের প্রবর্ত্তক * তাই গান্ধারী দেবী ধৈর্য্যচ্যুতা হইলেন; যিনি ধর্ম্মের চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, যিনি অধর্ম্মাচরণ বিষবৎ মনে করেন, তিনি শোকে যত কাতর না হইলেন, "অধর্ম্ম-যুদ্ধ" মনে করিয়া তত কাতর হইলেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস, যিনি অধর্ম্ম করিবেন, তিনি প্রতিফল পাইবেনই, তাই গান্ধারীদেবী অবিচলিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—নির্ভীক বীরাঙ্গনা বলিতে লাগিলেন;—

"পাণ্ডবাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ! পরস্পরম্।
উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তঃ ত্বয়া কস্মাৎ জনার্দ্দন॥
শক্তেন বহুভৃত্যেন বিপুলে তিষ্ঠতা বলে।
উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হি॥
ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন!
যস্মাৎ ত্বয়া মহাবাহো! ফলং তস্মাদবাপ্নুহি॥
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জ্জিতং।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর॥
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ! তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি॥
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্ত্রিংশে মধুসূদন।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ।
কুৎসিতেনাপ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি॥
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পরিতপিষ্যন্তি যথৈব ভরতস্ত্রিয়ঃ॥"

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে বাস্তবিকই সাধ্বীর শাপ সফল হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয় আমরা কাহাকেও "ঐতিহাসিক সত্য" বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলি না। আমরা এই টুকু বলি যে, সেই নিদারুণ শোকসময়ে, ভগ্নহৃদয়ে,

* শ্রীকৃষ্ণকে নিন্দা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, গান্ধারীদেবীর যেমন বিশ্বাস তাহাই বলিতেছি। (প্রঃ লেঃ)

অস্থির চিত্তে যিনি এমন সুযুক্তিপূর্ণ, ন্যায়ানুগত ও গভীরভাবযুক্ত বাক্য বলিতে পারেন, তিনি যে কি অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমরা জানি না। শ্রীকৃষ্ণ "ভগবানের অবতার" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার মুখের উপর, ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে তাঁহার দোষ গুলি বলিয়া দেওয়া, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যম্ভাবী" বলিয়া দেওয়া অসাধারণ তেজস্বিতার কার্য্য। এ তেজস্বিতা কাহার আছে?—যিনি ধর্ম্মে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারই আছে। গান্ধারী-হৃদয় যদি প্রতিহিংসা প্রভৃতি নীচতায় উত্তেজিত হইত, তাহা হইলে, এমন ধর্ম্ম ও ন্যায়-ভাবপূর্ণ কথা বলিতে পারিতেন না, তাহা হইলে "ভীমার্জ্জুন" ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণকে অভিশপ্ত করিতেন না। এবং পুত্রহন্তা পাণ্ডবদিগের গৃহেও বাস করিতে যাইতেন না।

ইহার পরে গান্ধারীদেবী কিছু দিন সংসারাশ্রমে বাস করিয়া, স্বামীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং তপস্যা করিয়া দেহ অবসান করেন। কথিত আছে, তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলন। যেরূপেই হউক, আত্মার যত দূর সদ্গতি থাকে, তাহা গান্ধারী-দেবীর পবিত্রাত্মা সেই "মোক্ষ" পাইয়াছে। আর ইহলোকে তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তিরাশি দেদীপ্যমান রহিয়াছে!

"যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে!

আহা! আজ এ শ্মশানদেশে অমৃতের কথা তুলিলাম কেন? আজ "সুখের পুতুলী" বঙ্গমহিলার কাছে গান্ধারী-দেবীর কথা বলি কেন? অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহাভারতকার যে অপূর্ব্ব ছবি আঁকিয়াছেন, আমার মত নগণ্য মূর্খের, তাহা লইয়া কলম টানা টানি কেন? বড় সাধ হইয়াছে, দেশীয় ভগিনি! আর একবার মার গলে রত্নমালা দেখিব; অভাগিনী মার কোলে "কন্যারত্ন" দেখিব; আর একবার দেখিব, মার মেয়েরা ধর্ম্মের জন্যে, জগতের হিতের জন্যে আপনা ছাড়িয়া দিয়াছে। যে মার কোলে গান্ধারীদেবী শোভা পাইয়াছিলেন, আজি সেই মার কোল শূন্য রহিয়াছে? বলিয়াই ভিক্ষা চাহিতেছি, দেবি গান্ধারি! ভক্তবৎসলে! একবার এই সকল মৃত দেহ, তোমার অমৃতময় অমর প্রাণে অনুপ্রাণিত কর! কথা কহিতে গিয়া কাজের ভুল হইতেছে, পরের শিক্ষা লইতে গিয়া আপনাদের শিক্ষা পড়িয়া থাকিতেছে, এই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ কর! ও মা! একবার এই শ্মশানে, এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, ন্যায়পরায়ণতা পাতিব্রত্য শিখাইয়া যাও—একবার অভাগিনী ভারতভূমির জন্যে, একবার জাতীয় জীবনের জন্যে, আর একবার সেই অমৃত গাথা, (তোমার মুখে শুনিব,)—গাও মা! গাও—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

লেখিকা শ্রীমাঃ—

সতীধর্ম্ম।

৫ম প্রবন্ধ।

(নানা পুরাণ হইতে)

যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সাহসৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥১॥

স্বামীর সৌভাগ্যে যেই বিরহিত হয়,
সকলি দুর্ভাগ্য তার জানিবে নিশ্চয়,
শয়নে ভোজনে তার কোনো সুখ নাই,
জীবনধারণ তার জানিবে বৃথাই। ১।

যস্যাঃ কান্তে রতির্নাস্তি সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাঽশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥২॥

পরম প্রেমের বস্তু পতি অবলার,
ভকতি তাঁহার প্রতি নাহিক যাহার,
সেইত অশুচি নারী পাপের আধার,
কোনো ধর্ম্ম কর্ম্মে তার নাহি অধিকার।২।

পতির্বন্ধুগুরুর্ভর্ত্তা দৈবতং গতিরেব চ।
সর্ব্বস্যাঃচ গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৩॥

পতিই দেবতা ভর্ত্তা গুরু বন্ধুজন,
পতিই নারীর গতি, পতিই জীবন ;
যে যেখানে যত গুরু আছে অবলার,
সকল গুরুর গুরু পতিই তাহার। ৩।

পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা ক্লিষ্টৌ দাতুমিদং ধনম্।
সর্ব্বস্বদাতা ভবতি পতিরেব হি যোষিতঃ ॥৪॥

রমণীর পিতা মাতা পুত্র সহোদর,
প্রার্থিত প্রদানে হয় সবাই কাতর ;
সর্ব্ব-আচ্ছাদক কিন্তু পতিই তাহার,
সর্ব্বস্ব দিতেও মনে দ্বিধা নাই যার। ৪।

কাচিদেবাভিজানাতি পতিরত্নং মহাসতী।
অতিসদ্বংশজাতা চ সুশীলা কুলপালিকা ॥৫॥

পরম পবিত্র বংশে যাহার জনম,
কুলের পালনকর্ত্রী শীলে অনুপম ;
সেই মহাসাধ্বী নারী চিনে পতি ধনে,
সবে কি চিনিতে পারে অমূল্য রতনে ?।৫।

যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্বপরং পতিং বিষ্ণুসমং গুরুম্।
সা পতেৎ নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥৬॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুতুল্য গুরু হন পতি,
যে নারী বিদ্বেষভাব করে তাঁর প্রতি ;
যতকাল চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদয়,
ভীষণ নরকে তার জানিবে আশ্রয়।৬।

ব্রতং চানশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরম্।
পতিভক্তিবিহীনায়া ভস্মীভূতং নিরর্থকম্ ॥৭॥

যতই করুক ব্রত দান অনশন,
তপস্যা সুকৃত সত্য করুক সাধন ;
পতি প্রতি যদি তার ভকতি না রয়,
সমস্ত সাধনা তার ভস্মসাৎ হয়।৭।

পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতিসেবা পরং তপঃ।
পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনম্।
পতিসেবা পরং সত্যং দানং তীর্থঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৮॥

পতিসেবা রমণীর তপস্যার সার,
পতিসেবা একমাত্র ব্রতই তাহার,
সনাতন পুণ্য তীর্থ, দেবতাপূজন,
দান, ধর্ম্ম, সত্য তার পতির সেবন।৮।

সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্বতীর্থময়ঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৯॥

পতিই নারীর পক্ষে সর্ব্বদেবময়,
সর্ব্বতীর্থময় তার পতিই নিশ্চয় ;
সকল পুণ্যের মূর্ত্তি রমণীর পতি,
পতিরূপী নারায়ণ একমাত্র গতি।৯।

ভর্তৃশ্চিত্তানুগামিন্যা সেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থধর্ম্মঃ তয়া ভর্ত্তা সেব্যঃ কুলস্ত্রিয়া ॥১০॥

মন প্রাণ সমাধান করি ভগবানে,
পালিবে সংসারধর্ম্ম অতি সাবধানে ;
স্বামীর মনের মত করিবে সকল,
কুলকামিনীর এই ধর্ম্ম নিরমল।১০।

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥১১॥

প্রাতে উঠি' রাত্রি-বেশ করি' পরিষ্কার,
ঈশ্বরে ভকতি ভাবে নমি' বার বার ;
প্রণমিবে পরে সতী পতির চরণে,
তার পর প্রণমিবে পুণ্যশ্লোকগণে।১১।(১)

গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশা চ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্ ॥১২॥

চৌদিকে গোময় জলে দিয়া ছড়া ঝাঁটি,
সারিবে প্রভাত-কৃত্য করি' পরিপাটি ;
অনন্তর স্নান করি' পরি' শুদ্ধ বেশ,
পূজার মন্দিরে সতী করিবে প্রবেশ।১২।

শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পত্যুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্ ॥১৩॥

পতির কল্যাণ সতী করিয়া কামনা,
একমনে নারায়ণে করিবে অর্চ্চনা ;
অনন্তর পাকযজ্ঞ করি' সমাপন,
অতিথি স্বজনগণে করাবে ভোজন।১৩।

পতিপুত্রাতিথীন্ ভৃত্যানশ্বান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানীয়ৈঃ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী ॥১৪॥

পতি পুত্র অভ্যাগত ভৃত্য পরিজন,
সকলে হইলে তৃপ্ত করিয়া ভোজন ;
পরে সুখে নিজ মুখে দিবে অন্ন জল,
সুশীলা নারীর এই লক্ষণ সকল।১৪।

পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানং চ রক্ষতি।
অবমন্ত স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি জগদম্বিকা ॥১৫॥

রমণীজাতির সদা যে রাখে সম্মান,
পদে পদে সেই জন লভয়ে কল্যাণ ;
যে মূঢ় পামর তার করে অপমান,
জগদম্বা সদা তার অশুভ ঘটান।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

(১) প্রাতে উঠিয়াই এই বলিয়া ঈশ্বরকে নমস্কার করিবে ;—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব!
শ্রীকান্ত বিষ্ণো! ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥
শ্রীনাথ! দেবাধিদেব! জগতের পতি!
হে বিষ্ণো! চৈতন্যময়! অখিলের গতি!
প্রভাতে উঠিয়া তব প্রীতি-কামনায়,
করিব সংসারকার্য্য তোমারি আজ্ঞায়।

অনন্তর সেই ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া পতিকে এই বলিয়া নমস্কার করিবে ;—

"পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তু তে ॥"
পতি ব্রহ্মা পতি বিষ্ণু পতি মহেশ্বর,
প্রণমি তোমায় ব্রহ্মরূপ পরাৎপর!।

'পুণ্যশ্লোক' যথা ;—
"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ" ॥

উদাসীনের চিন্তা।

সরযূবালা কোন এক বাঙ্গালী পরিবারের ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা। কিছু দিন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া সে এখন গৃহে বসিয়াই অধ্যয়ন করে। সরযূ উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কৌতুকের বই ভিন্ন কোন বই বড় ভালবাসিত না। সে কখন কখন সংবাদ পত্র, মাসিক পত্রও পড়িত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে সকল বিষয় সজ্জনদিগের অপাঠ্য, সরযূ তাহাই আনন্দের সহিত অধ্যয়ন করিত। যে সকল পত্র পরনিন্দা ও পরকুৎসা কীর্ত্তনে নিযুক্ত, যে সকল পত্র গভীর বিষয়ে বলিতে যাইয়াও ঠাট্টা তামাসার লহরী না তুলিয়া থাকিতে পারে না, সে সকল পত্র সরযূর প্রিয়পাঠ্য ছিল। সরযূর দাদা সুবোধ বাবুর প্রকৃতি কিন্তু অন্য উপাদানে গঠিত। তিনি ধীর, গম্ভীর ও সর্ব্বদা সদালাপ এবং সৎপ্রসঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, ও দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনায় তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন। কখন আমোদ প্রমোদের তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়া আত্ম-হারা হইতেন না। সর্ব্বদা সংযমী থাকিয়া মানবের গন্তব্য পথে বিচরণ করিতেন। অবস্থার দাস দাসীদের মত কখনও ঘটনা-প্রবাহ-দ্বারা চালিত হইতেন না। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল, তল্‌তলে কাদার মত যে ছাঁচে ফেল, সেই ছাঁচেই গড়ে উঠ্‌বে, এরূপ ছিল না। ভাই, বোনের প্রকৃতিগত লঘুতা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন। অনেক সময় তিনি সরযূকে কাছে বসাইয়া উপদেশ দিতেন, কিন্তু দাদার কথা সরযূর মনে বড় বসিত না। যাই দাদার কাছ-ছাড়া হইত, অমনি সরযূ আবার লঘুচেতা হইয়া পড়িত। একদিন সরযূ মাঝের ঘরে বসিয়া বটতলার কি একটা ছাই ভস্ম পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। দাদা পাশের ঘরে বসিয়া বুদ্ধদেব-চরিত পাঠ করিতেছিলেন। সরযূর অট্টহাসি শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড় লাগিল। তাই বই খানি হাতে করিয়া মাঝের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সরযূ দাদাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল এবং বই খানি লুকাইবার চেষ্টা দেখিল।

সুবোধ—সরযূ তোমার হাতে ও কি বই? তাড়া তাড়ি উটা লুকাচ্ছ কেন?

সরযূ—না, কই! এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা দেখিল; তখন সুবোধ বলিল, সরযূ বসো। সরযূ তখন দাদার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সুবোধ তখন সরযূর নিকট আসন লইয়া উপবেশন করিলেন ও বলিতে লাগিলেন—সরযূ! আমি এই মাত্র এই বই খানিতে পড়িতেছিলাম, যোগিশ্রেষ্ঠ

বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "যাহাদিগের জীবন বিপদে পরিবেষ্টিত, তাহদের আমোদ প্রমোদের সময় ও সুবিধা কোথায়?"

সরযু—এত সত্য কথাই। বিপদের সময় কি আমোদের দিকে মন যায়? বাড়িতে কখন কারও ব্যারাম হয়েছে, কি কোন বিপদ ঘটেছে, তখন কি তুমি আমাকে আমোদ প্রমোদ কর্ত্তে দেখেছ? তবে তুমি আমাকে নতুন করে এ কথা স্থনাচ্চ কেন?

সুবোধ—না, তা কখন দেখি নাই সত্যি কথা; কিন্তু বিপদ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান একটু কম, তাই এ-কথা বল্‌ছিলেম।

সরযু—আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, ভাল কোরে বুঝিয়ে বল।

সুবোধ—শরীর ভিন্ন আত্মা বলে আর একটা জিনিশ আছে, তাকি তুমি জান?

সরযু—জানি বই কি? তার কি হয়েছে?

সুবোধ—এই আত্মা চারিদিকে প্রলোভনের পরিবেষ্টিত। হঠাৎ ইহার অধঃপতন হইতে পারে। হঠাৎ প্রলোভনের হাতে পড়ে আত্মার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। আর মানবের শ্রেষ্ঠ সত্বা অমর আত্মারই যদি অধোগতি হয়, তবে কেবল রক্তমাংসপিণ্ডের ভার বহন করে কি লাভ? এখন বুঝিলে আমরা সর্ব্বদা কিরূপে বিপদজালে পরিবেষ্টিত?

সরযু—দাদা, এ সকল তোমার কল্পিত ভয়। কই, আমিত একটা প্রলোভনও দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

সুবোধ—ভাল সরযু, আমি তোমাকে নাবিকদিগের একটা কথা বলি। কোন কোন সমুদ্রের নিম্নে পাহাড় আছে। যে সকল নাবিক সে সকল স্থান দিয়া অধিক যাতায়াত করিয়াছে, তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া কোন স্থানে কোন পাহাড় আছে তাহা জানিয়াছে। অনভিজ্ঞ একজন নাবিক তাহার কিছুই জানে না। তাহার চোখে তরঙ্গায়িত শ্যামল বারিরাশিই খেলা করিয়া থাকে, কিন্তু হায়! অদূরদর্শী নাবিকেরাই ঐ কল্পিত নিরাপদ স্থানের উপর দিয়া পোত চালাইয়া লয়, আর অমনি সলিলনিমগ্ন শৈল-শৃঙ্গের আঘাতে উহা শতভাগে ভগ্ন হইয়া যায়। তখন আর রক্ষা থাকে না। তোমার দশা কি এই শেষোক্ত অপরিণাম দর্শী নাবিকের মত নয়? সংসারের কশাঘাতে তাড়িত, প্রবৃত্তিবাণে ব্যথিত হৃদয়ে বুদ্ধদেব যেখানে বিপদচক্র ঘূর্ণায়মান দেখিতে পান, তোমার মত অদূরদর্শী ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা সেখানে সমুদ্রের কিরণরাশি দেখিবে বিচিত্র কি? কিন্তু উল্লিখিত অদূরদর্শী নাবিকের মত তুমি তোমার জীবন-তরণী অকূল-পাথারে ডুবাইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে। দেখ, আমরা সম্পদদাতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া সম্পদ ভোগ করিতেছি, ইহাতে গুরুতর অপরাধ, তার পর অভ্যাস-দোষে তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ অনেক কাজ করিয়া থাকি। অপরাধের গুরুভারে যাহারা এরূপ অবনত তাহারা

লঘুচেতা হইতে পারে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদাই আমাদের আত্মোন্নতিবিধায়ক কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত। যাহাতে আমার আত্মাকে একটু নাবাইয়া দেয়, তাহা আমার কর্ত্তব্য নহে। লঘুচিত্ততা আর আত্মার অবনতি একই কথা; সুতরাং নাটক নভেল পড়িয়া কিংবা অলীক আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইয়া লঘুচিত্ততা আনয়ন করিলে আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে।

সুবোধ— তবে কি তুমি শুষ্ক কাঠ খানি হয়ে বসে থাক্‌তে বল ?

সুবোধ—শুক্‌ন কাঠ হওয়া তুমি কাকে বল ? আমোদ প্রমোদ, নাটক নবেল ভিন্ন আর কি কোন উপায়ে আত্মার আনন্দ সম্পাদন করা যায় না ? ভাল, তুমি কি মনে কর, আমি কেবল কষ্ট যাতনাই ভোগ করি ? বাস্তবিক আমি এই সকল বই পড়িয়া যে বিশুদ্ধ আনন্দ ও তৃপ্তি পাই, ইন্দ্রিয়সুখাভিলষী ব্যক্তিগণ তাহার কণামাত্রও ভোগ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি ও এক সময় তোমার মত নাটক নবেল ভাল বাসিতাম, আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া আত্মহারা হইতাম। এখন আমি এ আনন্দ ভোগ করিতেছি। সুতরাং আমি উভয় প্রকার আনন্দ তুলনা করিয়া কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝিতে পারি। তোমার ত সে তুলনা করিবার উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন মতামত গ্রাহ্য নয়। যে ব্যক্তি কখনও হীরক দেখে নাই, সেত কাঁচকে আদর করিবেই। কিন্তু হীরক অকর্ম্মণ্য এ কথা সে বলিতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি হীরক ও কাঁচের মূল্য বুঝিয়া হীরককে আদর করিতেছেন, তিনি শুক্‌ন কাঠ হইয়া গিয়াছেন, একথা বলা সঙ্গত নয়।

দাদার সহিত এই আলাপের পর সরযুর মতের যেন এক যুগ প্রলয় ঘটিল। তদবধি সরযু আস্তে আস্তে নাটক নবেল ছাড়িল এবং তৎপরিবর্ত্তে দাদার নিকট বসিয়া তাঁহার প্রিয়পাঠ্য পুস্তক সকল মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিল। শনিবার অভিনয় দেখিবার জন্য যে সরযুর মন উচাটন হইত, সে সরযু শনিবার দাদার নিকট বসিয়া ধর্ম্মবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিত। এই রূপে ভাই ভগিনী দুইজনেই বিমল স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল। পাঠিকা, আপনারা কোন আনন্দের ভিখারিণী ? ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়-সুখ, যাহা সময়ের তরঙ্গ মুছিয়া লয়, তাহা কি অমর মানবাত্মার লক্ষ্য হইতে পারে ? মানবাত্মা অমর, তাই উহা অক্ষয় আনন্দের জন্য পিপাসিত। কিন্তু হায়! মানুষ তজ্জন্য মরীচিকাভ্রান্ত পথিকের মত ক্ষণভঙ্গুর ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের সেবাব্রতে নিযুক্ত হইতেছে। কবে এই মানব প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে, একমাত্র সর্ব্বদর্শী অন্তর্য্যামী পুরুষই তাহা জানেন।

বিশ্ব-বিদ্যালয় ।

(১)

বিশ্ব-বিদ্যালয়, গুরু বিশ্বেশ্বর,
প্রকৃতি পুস্তক তাঁর ;
পড় পড় ভাই পাড়িবে যতনে,
খুলিবে জ্ঞানের দ্বার ।

(২)

ভয় কি !
হেরি ধ্রুবতারা আঁধার সাগরে
চালাও নাবিক তরি ;
কি ভয় কি ভয়, প্রবল তুফানে,
জ্ঞান-কর্ণ রাখ ধরি ।

(৩)

ফলদাতা-তিনি !
শ্রম সহকারে সুখবীজ ভাই
কররে বপন, দাওরে জল,
অঙ্কুরিয়া তিনি বাড়বেন তরু,
ফোটাবেন ফুল, দিবেন ফল ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ হালদার ।

শিখদিগের প্রতি মহারাণী ঝিন্দনের উক্তি ।

এই সে রমণী রত্ন—
পরমা সুন্দরী
'মহারাণী ঝিন্দন,'
পঞ্জাব-কেশরী
ভুবনবিখ্যাত সেই
'রণজিৎ' জায়া ;
শোভিছে পঞ্জাবে যেন
সোণার বিজয়া !
মনের আবেগে আজ
ডাকি শিখ সবে
উন্মত্তা সিংহীর মত
মাতিয়ে গরবে,—
গভীর গর্জ্জন করি
কহিলা তখনঃ—
"নানকের বংশ" তোরা
নহিস্ এখন !
যে বংশেতে জনমিলা
সিংহ-রণজিৎ
শৃগালেরা সে সমাজে
একি বিপরীত !
দুরন্ত দস্যুর করে
কুলের কামিনী
নিপীড়িতা হ'তে দেখি
দিবস যামিনী,
যে জাতির মোহ-নিদ্রা
ভাঙ্গিবার নয়,
সে জাতি কি শিখ নাম
বাচ্য কভু হয় ?
নরদেহ ধরী তোরা
নরাধম জীব,
তাই বলি শিখ আজ
অসাড় নির্জ্জীব !

ওহে শিখ—সাবধান!
স্বর্গীয় কুলের
কামিনীর মান রাখি,
'এ অত্যাচারের'
প্রতিশোধ নাহি দিয়া
যেন দেহভার
বহন না কর ভবে
মিনতি আমার।
মরিব দস্যুর হাতে
তাহাতে কি ভয়?
'শিখ নাম' লুপ্ত হবে
নাহি সহ্য হয়!
জীবন সহস্র-লক্ষ
সহজেই—যাক
কিছু ক্ষতি নাই তাতে;
কিন্তু 'শিখ জাঁক'
সহজে না যায় যেন,
সহজে সে নাম
আসে নাই—'শিখ জাতি'
লভেছে সুনাম
কত শত যুগ পরে,
জাতীয় জীবনে
এমন পবিত্র নাম,
আছে কি ভুবনে?
ডুবাও না সেই নাম
অতল সলিলে,
একতা-বন্ধন—পাশ
বারেক খসিলে,
হইবে কলঙ্ক পাত
পবিত্র সমাজে'
স্বাধীনতা—'কহিনুর'
লুটিবে ইংরাজে!
ছাড়ি যাব মাতৃভূমি
তাহে না ডরাই,
'শিখনাম' যায় পাছে
ভেবে ক্ষুব্ধ তাই!"
ঝিন্দনের বীর্য্যপূর্ণ
বাক্য শুনি সবে
মাতিয়া উঠিল পুনঃ
জাতীয় গৌরবে!
জড়বৎ শিখ জাতি
ঘুমে অচেতন!
শ্রবণ করিয়ে সেই
সিংহীর গর্জ্জন,—
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গি আজ
অচেতন প্রাণ
জাগরিল, রক্ষা হেতু
জাতিয় সম্মান,
কিন্তু সে মুমূর্ষু-কণ্ঠ—
বিনির্গত বানী
বিধিল ইংরাজ কর্ণ,
তাই মহারাণী—
ঝিন্দনে আবদ্ধ করি
দিয়া নির্ব্বাসন
দেশান্তরে—"শেখপুরে,"
(তাই) শিখের পতন।
বড়ই ব্যথিত প্রাণ
মনোবেদনায়
বন্দিত্ব-বিষম-জ্বালা
কে সহিতে চায়?
এ বিষম নির্ব্বাসন
ইংরাজ-শাসনে

চিরদিন অশ্রুজল
আনিবে নয়নে!
ইংরাজের এ কলঙ্ক
ঘুচিবার নয়,
ইতিহাসে চিরকাল
থাকিবে নিশ্চয়॥

মুক্তিফৌজের জয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইংলণ্ডের অনৈক নিরীশ্বরবাদী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মুক্তিফৌজের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছেন;—"জ্ঞান ও শিক্ষার পক্ষপাতী হারবার্ট স্পেনসার, ম্যাথিউ আরনল্ড, ফ্রেডারিক হেরীসনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই বোধ হয়, পথভ্রান্ত হইয়া চলিতেছি; নতুবা জেনারেল বুথ একাকী যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন আমরা সকলে একত্র হইয়াও ত তাহা করিতে পারিলাম না এবং কখনও যে পারিব এরূপ আশাও নাই। তবে কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মমতের প্রভাবেই জেনারেল বুথ যে এতদূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলিতেছি না। মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রেম উদ্বোধিত করিয়া—বহুসংখ্যক নরনারীর দ্বারা একটী প্রেম-পরিবার গঠন করিয়া—একমাত্র মানব-প্রেমের প্রভাবেই জেনারেল বুথ জগতে এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, মানব-হৃদয়ের উপর বুথের এই অসাধারণ শক্তিই তাঁহার সিদ্ধিলাভের গূঢ় কারণ। বুথের প্রাণ হইতে এই শক্তি কাড়িয়া লও, দেখিতে পাইবে, বুথের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস জগতের কোন কাজেই আসিবে না।" মহামান্য লর্ড উল্‌সিলি (Lord Wolseley) মুক্তি-ফৌজ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, পাঠক একবার স্থির চিত্তে তাহা পাঠ করুন। "একবার ভ্রমণে বহির্গত হইয়া গ্রান্থাম্ নগরের কোন হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাহিরে জনতা দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম, যে মুক্তি-ফৌজ ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। আমি বাহির হইয়া ভিড়ের নিকট দাঁড়াইলাম। যাহা দেখিলাম তাহা অতি আশ্চর্য্য। দুইটী যুবতী নারী সঙ্গীত,প্রা র্থনাদি দ্বারা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের মুখে বিশ্বাসের দৃঢ়তা, প্রেমের উজ্জ্বলতা ও উৎসাহের সজীব ভাব প্রতিভাসিত। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকলের মধ্যে তাঁহারা এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করিলেন! আমি যতবার তাঁহাদের প্রচার দেখিতেছি ততবারই তাঁহাদের এই অদ্ভুত শক্তির

পরিচয় পাইয়াছি। নগরের মাজিষ্ট্রেট, মেওর, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের মুখেও শুনিয়াছি যে, আমি যে ১৫ দিন গ্রান্থামনগরে ছিলাম, সে কয়েক দিন মদ্যব্যবসায়ীদের বড় দুরবস্থা গিয়াছে। তাহাদের দোকান পাট প্রায় বন্ধের মধ্যে। এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলাম, আর কিছু না হউক যাঁহারা কেবল আপনাদের জীবনের প্রভাবে গ্রান্থামনগরের ন্যায় একটি নগরে এক পক্ষকাল শুঁড়ীর দোকান বন্ধ রাখিতে পারেন, তাঁহারা কখনও উপহাসের পাত্রী নহেন।" মুক্তিফৌজ পতিত নরনারী-গণের জীবনের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিতেছেন তাহা দেখিলে প্রত্যেককেই লর্ড উল্‌সিলির কথায় সায় দিতে হয়। হারবার্ট স্পেন্‌সারের মতাবলম্বী জনৈক উপন্যাস-লেখক বলেন, "মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে আমার যেমন কুসংস্কার ছিল, এমন আর কাহারও ছিল না। কিন্তু সে দিন মুক্তিফৌজের ভিতরে গিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল।

"মুক্তিফৌজ যে কাজ করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর কেহ সেরূপ কাজ করা দূরে থাকুক, সেরূপ কাজের চেষ্টাও কখনও করেন নাই। মুক্তিফৌজের কাজ দেখা অবধি জেনারেল বুথের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। জেনারেল বুথ যে কোন প্রকার কাজ একবার হাতে লইলে তাহা সম্পন্ন করিতে নিশ্চয়ই পারেন, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস।"

ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত "পেলমেল গেজেট" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক উদারস্বভাব জন-হিতৈষী ষ্টেড্ সাহেব জেনারেল বুথ প্রণীত 'In Darkest England and the Way out' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন ;—"মুক্তিফৌজের সহিত যে দিন আমার প্রথম পরিচয় হয়, আমার জীবনের সে একটা বিশেষ দিন। সে আজ দ্বাদশ বৎসরের কথা। দেখিতে দেখিতে বার বৎসর গত হইল, কিন্তু আমার মনে হয় যেন সে কল্যকার কথা। "১৮৭৯ খ্রীঃ ৬ই জুলাই মুক্তিফৌজের রমণীগণ ডারলিংটন নগরে আগমন করিবেন" নগরের বাটে মাঠে এই বিজ্ঞাপন দেখা গেল। ডারলিংটন্‌বাসী ভদ্র লোকদিগের বিরক্তির আর সীমা নাই, রমণীগণ আসিয়া নগর তোলপাড় করিয়া তুলিবে, ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা জ্বলিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে ৬ই জুলাই উপস্থিত। খোলা বাজারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুক্তিসেনাদলভুক্ত দুইটী যুবতী মধুর সংগীত ও হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমে ভিড় বাড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন মেয়ে দুইটী ডারলিংটন নগরস্থ "লিভিংষ্টোন হলের" দিকে চলিলেন, তখন

সেই অসংখ্য লোক তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আজ রবিবার অপরাহ্ন। সুবিস্তৃত "লিভিংষ্টোন্ হল" লোকে লোকারণ্য। আবার সেই মনোহর সঙ্গীত ও জীবন্ত প্রার্থনা শুনা গেল। প্রচারান্তে যুবতী প্রচারিকাদ্বয় প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া কাহার ধর্ম্মজীবন কিরূপ চলিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই ব্যাপার এক দিনেই শেষ হইল না।

সপ্তাহে সপ্তাহে প্রতিদিন ২০০০ দুই সহস্র হইতে ২৫০০ আড়াই সহস্র লোক 'ডারলিংটন হলে' উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থানীয় ভদ্রতাভিমানী লোকেরাও আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারাও 'ডারলিংটন হলে' দেখা দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে নৃত্যগীত আনন্দোল্লাস ও পাগলামী দেখিবেন আশা করিয়া গিয়াছিলেন তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না; বরং নগরের পাপাসক্ত দুরাচারী লোকদের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। "এইরূপে ভদ্র লোক সকল সমভাবে মাতিয়া উঠিলেন। ডারলিংটন নগর ধর্ম্মভাবে টলমল্। যাহারা ডারলিংটন নগরকে এত মাতাইয়া তুলিয়াছেন অবশেষে আমি এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দুইটী ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে—একটির বয়স ২২ বৎসর কিন্তু অপরটির বয়স ১৯ বৎসরও নহে। তাহাতে আবার বড় মেয়েটী প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু ইহাদের কি অসামান্য প্রভাব! অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ যাহাদিগকে একেবারে অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই দুইটী বালিকা সেই অপদার্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিয়াছেন, প্রতিদিন এই অসংখ্য লোকগুলির আধ্যাত্মিক অন্ন পান যোগাইতেছে। ডারলিংটন নগরে উপস্থিত হইবার সময় যাহাদের হাতে একটী পয়সাও ছিল না, নগরে যাহাদের কোন পরিচিত লোক ছিল না, অথবা কাহারো সহিত পরিচিত হইবার সম্ভাবনাও ছিল না; সেই নিঃসহায় বালিকা দুটী নগরের সর্ব্বপ্রধান হল ভাড়া করিয়া তথায় প্রত্যেক রাত্রিতে ও রবিবার সমস্ত দিন উপাসনা করিবার আয়োজন করিয়াছে, গ্যাস ও ট্যাক্স খরচ,ঘর পরিষ্কার করা ও ভগ্ন জানালাদি মেরামত করার খরচ এবং ইহা ছাড়া আপনাদের খাওয়া পরার খরচপত্র ইত্যাদি অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে। ডারলিংটন নগর লৌহব্যবসায়ের একটী প্রধান স্থান। লৌহের ব্যবসা হইতেই নগরবাসী লোকদিগের বহু অর্থাগম হয়। কিন্তু যে বৎসরের কথা বলা হইতেছে সেই বৎসর লৌহব্যবসায়ের বড় দুরাবস্থা ছিল। নিয়মিত চাঁদা আদায় না হওয়াতে অতি কষ্টে স্থানীয় ধর্ম্মালয় গুলির নিত্যকর্ম্ম চলিতেছিল। কিন্তু এই বালিকা দুটী নিতান্ত

দীনদরিদ্র লোকেদের নিকট হইতে দুই এক পয়সা করিয়া কুড়াইয়া লইয়া বৎসরে প্রায় ৪০০০ হাজার টাকার কার্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। "দুইটী সামান্য বালিকার এই সকল কাজ নিতান্ত সাংসারিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেও অদ্ভুত ও অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।" রমণীপ্রাণে যে এমন অসাধারণ শক্তি আছে পূর্ব্বে তাহা কে জানিত? একমাত্র মুক্তি-ফৌজই রমণীচরিত্রের এই অত্যাশ্চর্য্য শক্তি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দেশাচার।

(চতুর্থ সংখ্যা।)

১

চীনদিগের খাদ্য। চীনেরা সর্ব্বভুক্ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, ঈগল, বাজ, সারস, হংস, ছাগল, মেষ, প্রভৃতি ত ইহাদের সাধারণ খাদ্য। এই সকলের অভাবে নেংটী ইন্দুর, গেছো ইন্দুর, আরসুলা, সর্প ও অন্যান্য কীটের ব্যঞ্জনও ইহাদের নিকট সুখাদ্য। মোটা মোটা কোমল কুকুরের মাংস বড়ই সুখাদ্য, তজ্জন্য বাজারে ইহা মহার্ঘ্য। উত্তম পাচিকা যদি কুকুর ছানার মাংস রন্ধন করে, তবে উহা অমৃত বলিয়া গণ্য হয়। সেখানকার ইংরাজেরাও নাকি বলেন যে যদি চীনদিগের ন্যায় কুকুরশাবক রন্ধন করিতে পারা যায়, তবে বস্তুতই উহা সুখাদ্য হয়। অধিকন্তু অনেক ইংরাজ কুকুর মাংসের বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

২

পার্শীদিগের মধ্যে কুকুরের আদর। বোম্বাইর অগ্নি-উপাসক পার্শিগণ মনে করে যে কুকুরের আত্মা আছে এবং উহা মৃত্যুর পর এক আধ্যাত্মিক লোকে গমন করে। উহার নাম জলাবাস। কোন কুকুরের মৃত্যু হইলে দুইটী কুকুরাত্মা ঐ জলাবাসের দ্বারে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। পার্শিরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে একটী সেতু আছে। সাধু, ধার্ম্মিক, মানবাত্মাই কেবল উহার পারে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে যাইতে সক্ষম হয়। এই সেতু কয়েকটী কুকুরাত্মা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। ইহারা সাধু ও ধার্ম্মিকদিগকে চিনিতে পারে এবং স্বর্গে লইয়া যায়। পাপীদিগকে কদাচ পার হইতে দেয় না। পার্থিব জীবনে যে সকল লোক কুকুরের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করে কিম্বা অনাদর দেখায় তাহা-

দিগকে কুকুরেরা ভয়ানক পাপী মনে করিয়া স্বর্গে যাইতে দেয় না। পার্শিদের এই বিশ্বাসের জন্য তাহারা কুকুর দিগকে বড়ই সমাদর করে। ইহাদিগকে হত্যা করা তাহারা বড়ই পাপ মনে করে। কুকুরকে প্রহার করা বা অখাদ্য ভক্ষণ করিতে দেওয়া মহাদোষ ও নিতান্ত অন্যায়। ইহার জন্য তাহাদিগের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। যদি কুকুর ক্ষিপ্ত হইয়া জলে ডুবিয়া মরে, তবে সেই পল্লীবাসীরা মহা বিপদ মনে করে ও শঙ্কিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ধার্ম্মিক পার্শিগণ তাহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক গৃহে বাঁধিয়া রাখে ও কদাচ প্রহারাদি করে না। কুকুরকে উত্তম রূপে আহার করান পার্শিদিগের মতে একটী মহৎ ধর্ম্মকার্য্য।

৩

চীনদিগের প্রধান আমোদ। জুয়া খেলা ও ঘুড় উড়ান এই দুইটী উহাদের প্রধান আমোদ। চীনেদের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে সাধারণের জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট জুয়াখেলার স্থান আছে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পান্থশালাতে জুয়া খেলার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকে। অসংখ্য চীনবাসী এই খেলাতে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে, তথাচ ইহারা এই আমোদ হইতে বিরত হইতে পারে না। ঘুড়ি উড়ান ইহাদের অপর একটী প্রধান আমোদ। চীন দেশে বালক যুবক বৃদ্ধ সকলেই এই আমোদে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে ভালবাসে। মৎস্য, পক্ষী, প্রজাপতি ইত্যাদির আকারে ঘুড়ি চীন দেশে খুব প্রচলিত। প্রবাদ আছে যে চীনদেশেই সর্ব্ব প্রথম ঘুড়ির সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য দেশবাসীরা চীন দেশের নিকট ইহা শিক্ষা করে।

জীবনের দায়িত্ব।

বাইবেলের অন্তর্গত মথি-লিখিত ধর্ম্মপুস্তকের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে, যিশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, ঈশ্বর যে সকল বৃত্তি আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য আমরা দায়ী। নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী দ্বারা উক্ত উপদেশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বিদেশে যাইবার সময়, তাঁহার ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেন; একজনকে ৫ ট্যালেণ্ট, এক জনকে দুই ট্যালেণ্ট, এবং আর এক জনকে ১ ট্যালেণ্ট * দিলেন। যে ভৃত্য ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে পাইবা মাত্র সে গুলি লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিল, ও আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সেও আরো দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিল। কিন্তু যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল সে তাহা

* এক ট্যালেণ্ট প্রায় দুই হাজার টাকা।

পাইবা মাত্র মৃত্তিকার ভিতর লুকাইয়া রাখিল। পরে তাহাদের প্রভু আসিয়া হিসাব লইলেন। তখন যে ব্যক্তি ৫ ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে ১০ ট্যালেণ্ট সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "প্রভো তুমি আমাকে ৫ ট্যলেণ্ট দিয়াছিলে, এই দেখ আমি আরও ৫ ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি।" তাহার প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, তুমি বেশ করিয়াছ; তুমি সামান্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, তুমি তোমার প্রভুর আনন্দের ভাগী হও। পরে যে দুই ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সেও বলিল, প্রভো, তুমি আমাকে দুই ট্যালেণ্ট দিয়াছিলে, আমি আরও দুই ট্যালেণ্ট উপার্জ্জন করিয়াছি। তাহাকেও তাহার প্রভু বলিলেন, সাধু এবং বিশ্বস্ত দাস, বেশ করিয়াছ, তুমি সামান্ত বিষয়ে বিশ্বস্ত হইয়াছ, আমি তোমাকে আরও মহৎ কার্য্যের ভার দিব। আর যে এক ট্যালেণ্ট পাইয়াছিল, সে আসিয়া বলিল, প্রভো! আমি জানি তুমি অতি কঠিন লোক। তুমি যেখানে ছড়াও নাই, সেখানে কুড়াও ও যেখানে বুন নাই, সেখানে কাট। তাই আমি তোমার মুদ্রা মাটীর ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। এই লও, যাহা তোমার, তাহা পাইলে। কিন্তু তাহার প্রভু তাহাতে বলিলেন, রে অলস! তুই নিজে কিছু না করিয়া প্রভুরি উপর দোষারোপ করিতেছিস। তুই এ দানের অযোগ্য। এই বলিয়া তাহার টাকা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয়কে দিলেন।

এই গল্পটী হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে আমাদের প্রভু ঈশ্বর আমাদিগকে যে সকল মূল ধন দিয়াছেন, তাহার অধিক চান। তিনি আমা-দিগকে যাহা দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীর সদ্ব্যবহারের জন্য আমরা দায়ী। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি, ভক্তি, দয়া, প্রেম, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায়, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি সকল দিয়াছেন? তিনি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগকে সে সকল দিয়াছেন? তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন যে, আমরা সেই বুদ্ধির পরিচালনা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের পরিবারের, সমাজের ও দেশের দুঃখ, দুর্গতি, পাপ ও কুসংস্কার সকল দূর করিতে চেষ্টা করিব। আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করি, কিম্বা কেবল স্বার্থসিদ্ধি, জঘন্য সুখ-লালসার তৃপ্তি সাধন, অথবা মানবের অনিষ্ট সাধনে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে এই অপব্যবহারের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি আমাদিগকে ভক্তি দিয়াছেন এই জন্য যে, আমরা মহৎ ও পূজনীয় ব্যক্তিকে উহা দান করিব। যাঁহারা বাস্তবিক ভক্তির উপযুক্ত তাঁহাদিগকে ভক্তি

করিলে অনেক সুফল হয়। ভক্তি থাকিলে বড় লোকদের জীবনে অনেক সদ্‌গুণ দেখিয়া আমাদেরও সেই সকল সদ্‌গুণ লাভের জন্ত প্রবল ইচ্ছা জন্মে, এবং এই ইচ্ছা থাকিলে ক্রমেই আমাদের জীবন ভাল হইতে থাকে। ভক্তি না থাকিলে মানুষ সদ্‌গুণের আদর করিতে শিখে না ; কেবল বিদ্রূপ ও পরনিন্দা করিতে ভাল বাসে। সুতরাং এপ্রকার মনুষ্য কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। ভক্তি থাকিলে আর একটী উপকার এই হয় যে, আমরা কখনও নিজের সাধুতা কিম্বা জ্ঞানের অহঙ্কারে স্ফীত হই না। এই জন্তই, একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন যে জ্ঞান উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকুক, কিন্তু যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। পরমেশ্বর জ্ঞানময়, প্রেমময়, পবিত্রস্বরূপ। তাঁহাকে ভক্তি না করিলে আমরা কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানী, চরিত্রবান, এবং পরোপকারী হইতে পারি? ভক্তির যেমন সুব্যবহার আছে তেমনি অপব্যবহারও আছে। শুধু ভক্তি থাকিলেই হয় না। ইঁদুর, বেঙ, শৃগাল, শকুনি, অসচ্চরিত্র পুরোহিত বংশীয় লোক প্রভৃতি অনেকে অনেক দেশে ঈশ্বরের ন্তায় ভক্তি পাইয়াছে, এবং এখনও পাইতেছে। ইহা ভক্তির অপব্যবহার ; এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

আখ্যানমালা।

(১৮শ সংখ্যা।)

১। বহু দিবস পূর্ব্বে একদা আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়িতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। আমাদের বাড়ির একটী ঝি পাঠ শুনিয়া গৃহের মধ্যে যাইয়া আপনার দৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কাজ করিতে করিতে সে কান্দিতে লাগিল। আমার পিসিমা ঝির রোদনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন বাছা?"

ঝি,—"আই! বল কি মা! কাঁদব না? ছোট বাবু (আমার ছোট জেঠা) কাঁদচেন, বড় বাবু (আমার বড় জেঠা) কাঁদচেন ; আমি কাঁদিব না?"

অধিক লোকেরই ধর্ম্মামোদ ও ধর্ম্মোৎসাহ এইরূপ ঝির রোদন। আমরা অকারণ পরের মত্ততা দেখিয়া মত্ত হই এবং এই প্রকার মত্ততাকে প্রকৃত মত্ততা বলিয়া ভ্রম করি।

২। আমাদের বাড়ির আর একটী ঝির গল্প শুনিয়াছি। এক দিবস সে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার

পিশি, ও জেঠাই মায়ের নিকট আসিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল, "বলব কি, মা ঠাকুরুণ! আমি দেখে এলাম বড় বাবু (ঐ) 'নিজের' পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

এই ঘটনাটি বিস্ময়কর বোধ হইলেও সত্য। ইহা হইতে বাঙ্গালি বাবুদিগের আলস্য ও জড়তার কথা বেশ বুঝা যায়। বাবুরা পরিশ্রমে নিতান্ত নারাজ, এমন কি গের্দা হেলান দিয়া ভুঁড়ি প্রকাশ পূর্ব্বক কালাতিপাত করা তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য মনে করেন। তবে আজ কাল জীবন-সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির টেঁকা দায় বলিয়া ভুঁড়িও যেন কর্ম্মশীল হইতে শিখিতেছে। ইংরাজি কোট্ পেণ্ট্‌লেনের টানে দিন দিন ভুঁড়ি সঙ্কোচ হইতেছে।

কি ধর্ম্মে, কি কার্য্যে, কি চিন্তায় আমরা স্বাবলম্বনের ভাব রহিত। সর্ব্ব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিয়া অভ্যাস দোষে আমাদের আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। এই স্বাবলম্বনের ভাবই উন্নতি ও মহত্ব লাভের একমাত্র সোপান।

৩। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর ইস্‌লেবেন গ্রামে ধর্ম্মবীর লুথারের জন্ম হয়। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোক গমন করেন। এই তেষট্টি বৎসরের মধ্যে নানা শত্রু তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে অর্দ্ধ ইউরোপ খণ্ডের অধিপতি ৫ম চার্লস্, রোমীয় পোপ ১০ম লিও প্রভৃতি ইউরোপের অধিপতিগণ লুথারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট্ চার্লস্ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "ওয়ার্মস্ নগরে ১৫২১ খৃঃ ১৭ই এপ্রেল রাজকীয় ডায়েট্ বা মহাসভা আহূত হইবে। তথায় লুথারকে পোপ ও সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য জবাব্‌দিহি করিতে হইবে।" আগ্নেয় গিরির অভ্যন্তরে যেমন প্রচণ্ড তেজোময় গলিত ধাতুপুঞ্জ নিহিত থাকে, সেইরূপ এই ধর্ম্মবীরের প্রাণে অদম্য ধর্ম্মাগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল। যিনি বিশ্বরাজের অধীন, পার্থিব রাজার নিকট তাঁহার মস্তক অবনত হইবে কেন? তাঁহার বন্ধুগণ বারম্বার তাঁহাকে জীবন নাশের ভয় দেখাইয়া ওয়ার্মসের ডায়েটে যাইতে নিষেধ করিলেন। জার্ম্মণ-কেশরী লুথার বিশ্বাসের অচল শৈলের উপর অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "গৃহসমূহের ছাদে যত টাইল আছে, ওয়ার্মসে যদি ততগুলি সয়তান থাকে, তথাচ আমি যাইব।"

এইরূপ নির্ভীকতার মূলে ধর্ম্মের বল না থাকিলে, উহা টিকিতে পারে না।

"ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং
ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাৎ পরংনাস্তি।"

৪। জনৈক বৈষ্ণব একজন বিধর্ম্মীকে বলিলেন "তুমি বৈষ্ণব ধর্ম্ম মান?"

বিধর্ম্মী,—"না।"

বৈষ্ণব—"তুমি যে ধর্ম্মই মান, তুমি আমারই প্রভুর সেবা কর ও তাঁহারই উপাসনা কর। পৃথিবীর সতিনদের বিবাদ বিসম্বাদ হয়, কিন্তু আমার স্বামীকে যাঁহারা প্রকৃতরূপে ভজনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ নাই।"

কেমন উদারতা! প্রকৃত ধর্ম্মের ইহাই লক্ষণ।

এমারসনের "গার্হস্থ্য জীবন" নামক প্রবন্ধ-বিশেষের চূর্ণক।

১। আমি এক বস্তু ও আমার ব্যয় আর এক বস্তু হইতে পারে না। আমার ব্যয়ই আমি। আমাদের খরচ-পত্র ও আমাদের চরিত্র যে স্বতন্ত্র, ইহা সমাজের রোগ।

২। কেহ যেন কখনও যাহা প্রয়োজন নাই, তাহা ক্রয় না করে, অন্যের প্রেরণায় যেন কখন কোন (হিতকর কার্য্যে) চাঁদা না দেয় এবং অনিচ্ছাপূর্ব্বক যেন কখনও দান না করে।

৩। প্রথমে মিতব্যয়িতা, তৎপরে সুবিধা ও আরাম।

৪। গৃহলক্ষ্মী বলেন, "অর্থ দাও, তবেই তোমার গৃহ তোমার রুচির মত হইবে ও তজ্জন্য তোমার সময় নষ্ট হইবে না।"

"ধন দাও।" সুগৃহিণীর পক্ষে একথা সঙ্গত নহে; অল্প লোকেরই ধন আছে; কিন্তু সকলেরই ঘরকন্না চাহি। মানুষ ধনবান হইয়া জন্মে না; ধন উপার্জ্জন করিতে যাইয়া মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হয়, এবং অনেক সময়েই মনুষ্যত্ব নষ্ট হইলেও ধনাগম হয় না। তদ্ব্যতীত ইহা প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না, ধনের সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

এই (ধনাকাঙ্ক্ষারূপ) বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিতে হইলে আমাদের লক্ষ্যকে উন্নত করিতে হইবে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, গৃহের নির্ম্মাণ ও সজ্জা কেবল মানবের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য।

৫। যাহারা দারিদ্র্য অর্থাৎ অধিক অভাব অনুভব করে, তাহারাই দরিদ্র। যাহাদিগকে আমরা ধনী মনে করি এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত পক্ষে তাহারই দরিদ্র ও কৃপাপাত্র।

৬। মানুষ, তবে বলুক, আমার গৃহ, ইহা এই স্থানের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য; ইহা ভ্রমণকারিগণের আহারস্থান ও শয়নাগার হইবে, কিন্তু তদ্ব্যতীত আরও কিছু হইবে।

৭। যে সকল সাধু বন্ধু গৃহে আগমন করেন, তাঁহারাই গৃহের অলঙ্কার।

৮। হৃদয়ই সৌন্দর্য্যের উৎস। হৃদয়ের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের প্রাচীরকে চিত্রিত কর অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবকে সুন্দর কর।

—

সুখের মৃত্যু।

মাতৃচরণে মুমূর্ষু সন্তানের বিদায়।

কেঁদো না কেঁদো না গো মা! এমন সময়,
হেন শুভ দিনে আজি কাঁদিতে কি হয়?
ভবসিন্ধু-পারে আমি যাব শিবধাম,
দেও মা! পারের কড়ি কর হরিনাম;
প্রেমানন্দে বাহু তুলে কর আশীর্ব্বাদ,
কেন গো জননি! কর হরিষে বিষাদ;
তারকব্রহ্মের নাম সর্ব্বাঙ্গে লিখিয়া,
যাত্রাকালে সন্তানেরে দেও সাজাইয়া;
কুতূহলে কর্ণমূলে কর হরিধ্বনি,
শেষবার তব মুখে হরিনাম শুনি;
'তারা তারা ব্রহ্মময়ী'—বলিতে বলিতে,
যাইব আনন্দধামে নাচিতে নাচিতে;
শিরে দিয়া পদধূলি দেগো মা! বিদায়,
যাইব পিতার কোলে ভাবনা কি তায়?

(১) 'তারা ব্রহ্মময়ী'—নিস্তারকারিণী ব্রহ্মশক্তি।

নবীন সন্ন্যাসী।

নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়!—
চলে রে! অনন্ত পথে,
সঙ্গী কেহ নাহি সাথে,
সোণার প্রতিমা সে যে করেছে বিদায়; (১)
দেহে নাহি অভিমান,
নাহি মানে মানামান,
প্রাণে তার নাহি টান, চিদানন্দ চায়;
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া,
কাটায়েছে সব মায়া,
মায়ের আজ্ঞায় সে যে একা একা যায়;
'বিষ্ণুভক্তি' মা তাহার,
বলেছেন বার বার,—
"একাকী ভাবিয়া ভয় না করিও তায়;
অলক্ষ্যে রাখিব কোলে,
যাও বাছা! যাও চোলে,
কি ভয় অনন্ত পথে মা যার সহায়?"
নবীন সন্ন্যাসী যায় কে দেখিবি আয়।

(১) 'সোণার প্রতিমা'—মায়ার সংসার।

নূতন সংবাদ।

(সংগৃহীত)

১। আমেরিকার যুক্তরাজ্য কুবেরের বাসস্থান। তথাকার ধনকুবেরগণের ধন অগাধ। জে গুল্ডের দৈনিক আয় ১,৫০০ পনের শত পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় ২২,৫০০ টাকা।

২। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই পাপের নূতন পথ খুলিতেছে। সম্প্রতি আয়র্লণ্ড দেশে ঈথার (Ether) পানের ধুম পড়িয়াছে। ঈথার সুরা অপেক্ষা সুলভ। ঈথার-পান সুরাপানাপেক্ষা অধিক দুর্নীতি-জনক। মত্ত ঈথার-পায়ী ইচ্ছা মাত্রেই মত্ততা ত্যাগ করিতে পারেন। মানুষে ঈথারবাষ্প পান করিবে, কেহ কল্পনাও করে নাই।

৩। গত ৩০শে মার্চ্চ রজনীকালে মার্সেলিস্ অব্ সারভেন্টরিতে ফরাশিস মবেরিক্ষী সাহেব একাদশ শ্রেণীর একটী নূতন তারকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

৪। রমাবাইয়ের সারদা-সদন বোম্বাই হইতে পুনানগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে ২৬টী বিধবা ও ১৩টী কুমারী ও সধবা ছাত্রী আছে। বিধবাগণ কিছু শিক্ষালাভ করিয়া প্রত্যেকেই এক একটী সারদা-সদন স্থাপন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। উপযুক্ত ভূমিতেই বীজ পড়িয়াছে।

৫। জর্ম্মণ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে আজ কাল প্রত্যেক ভারত-বাসীর বস্ত্রের বার্ষিক ব্যয় দেড় টাকা হিসাবে; অর্থাৎ প্রায় ২৫ কোটী লোকে বৎসরে ৩৭।৩৮ কোটী টাকা ব্যয় করে। বিদেশীয় কাপড়ের প্রাচুর্ভাবে বিদে-শীয়েরা ইহার অধিকাংশ টাকা লুটি তেছে।

৬। "হিব্রু বাইবেল" পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ। উহা রোমের "ভেটিকেন" নামক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অট্টালিকাতে রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ ওজনে প্রায় ৩২৫ পাউণ্ড হইবে; দুই জন বলবান লোক না হইলে উহা তুলিতে পারে না। য়িহুদিরা এই গ্রন্থ পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পোপেরা উহা দিতে সম্মত হয় নাই।

৭। অষ্ট্রেলিয়া দেশে ইনক অন্ত-রীপে জঙ্গলের মধ্যে একটী ১৬ বৎসরের যুবক পাওয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ৪ ইঞ্চ লম্বা লোমে আবৃত,—মাথার চুল ৫ ফুট ও হাত পায় এক একটী নখ ৫ ইঞ্চ লম্বা। এখনও কথা বলিতে পারে না, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

৮। গ্লাসগো নগরের এক মহিলা মৃত্যুকালে মুক্তিফৌজের অধিনায়ক জেনারেল বুথ সাহেবকে ৮০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২॥ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। বুথ সাহেব সেই অর্থ দ্বারা লণ্ডন নগরে মুক্তি সেনাদের জন্য এক বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

৯। কাশীতে গতপূর্ব্ব বৃহস্পতি-বার আহিরী গোয়ালাদের এক পাত্র বিবাহ করিয়া পাত্রী লইয়া বাড়ী যাইতেছিল। তাহাদের জাতিগত প্রথা-নুসারে নৌকাতে করিয়া পঞ্চগঙ্গা ঘাটে পূজা দিতে গিয়াছিল। নৌকাতে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা অনেক লোক ছিল,—বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইয়া আনন্দ কোলাহল তুলিয়াছিল। ঘাট হইতে অল্প দূরে যাইয়াই তলা ফাটিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। পাত্র প্রাণে বাঁচিয়াছে—পাত্রী মারা পড়িয়াছে। একটী যুবতী নৌকা-ডুবির সময় তাহার সন্তানটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, মৃত অবস্থাতেও মাতা ও সন্তানকে সেই অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে।

১০। মহান্নুরে এক সাহেবের মালির স্ত্রী ৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তানগণ বেশ সুস্থ অবস্থাতে আছে।

১১। কুমারী মেটিল্ডা এস্টন নাম্নী এক ১৭ বৎসরের অন্ধ যুবতী অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মেলবোর্ণের এক মহিলা সভা সেই অন্ধ রমণীর কলেজে পড়িবার ব্যয় বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বামারচনা।

আয় ফিরে আয়!

১

ভেঙ্গে গেছে বুক, শোক তাপ দুঃখে,
আগুন রোয়েছে পরাণ ঘিরে,
তাই যেতেছিস্, আঁধারের দেশে?—
যা'স্‌নে, আমার মাথার কিরে।

২

তুই যদি বড়, সুখ শান্তি হারা,
বড় ব্যথা যদি তোরি ও বুকে,
জগত-হৃদয়ে ঢেলে দে' হৃদয়,
বেঁচে থাক্ শুধু জগত-সুখে?

৩

তোর তরে যদি রবি, শশী, তারা,
হাসে না উজল মধুর হাসি,
কেন তায় চোখে শ্রাবণের ধারা?—
জ্বলে কত ঘরে আলোক রাশি!

৪

তোর বাড়ী যদি না যায় শরৎ,
ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত-বায়,
কেন হবি "পর"—ভেঙ্গে ফেলে ঘর,
জগত সংসারে খাটিবি আয়!

৫

"সাধের কানন গেছে শুখাইয়া"
তা বোলে কি শুধু কাঁদিতে হয়?—
না ফুটিলে যুঁই, হাসিবিনে তুই?—
জগত তোমার কেউ কি নয়?

৬

কত ভাই বোন, আপনার জন,
কত কারা হেথা করেছে মেলা,
দেখিলে হৃদয়, কি জানি কি হয়,
আয় এই ঘরে খেলিতে খেলা।

৭

তোর মুখে যদি হাসি নাহি ফোটে,
ওদেরি হাসিতে মাখিবি প্রাণ;
তোর বুকে যদি ঢেউ নাহি উঠে
ওদেরি আনন্দে গাহিবি গান।

৮

অপরের সুখে হাসি মুখে মুখে
যাবে না কি তোর মরম-ব্যথা,
"যে দিন গিয়াছে আসে না কো আর,"
"জগৎ" কি তোর কথার কথা?

৯

মধুমাখা তার স্নেহের সম্ভাষ,
রাত দিন তোর পড়িছে মনে?—
তোর ছিল যা'রা, চলে গেছে তা'রা,
আগুন লেগেছে ফুলের বনে?

১০

"জগৎ" কে তোর—জগৎ তা'রাই,
তো'তে মাখা ছিল তাদেরি প্রাণ,
পরাণের গা'য় জড়াইয়া যায়,
তোদের কাহিনী, পুরাণো গান ?

১১

আজ নয় তুই পথের ভিখারী,
সুখ-সাধ সব হয়েছে ক্ষয়,
তা'বলে চা'বিনে জগতের পানে,
জগত তোমার কেউ কি নয় ?

১২

তুইও একজন জগতের তরে,
এ বিশ্ব জগত তোরও লাগি,
আয় ফিরে আয় জগতের কোলে,
আমি তোর পা'য়ে এ ভিক্ষা মাগি।

১৩

ভাল তো বাসিস্,— বাসিতে জানিস্,
ভালবাসা তোর হৃদয় মাখা ;
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
শোক তাপ সব থা'ক না ঢাকা !

১৪

দেখ অগণন তো'রি ভাই বোন,
চাঁদ মুখে ব'য় বিষাদ-ধারা,
আদরের ভাষে, সোহাগ-সম্ভাষে,
তুলে নে'গো কোলে, হাসুক তা'রা !

১৫

এদের বাগানে উঠিবে ফুটিয়া,
তোরি বেল চাঁপা গোলাপ যুঁই,
এদেরি চাঁদিমা তোরে আলো দিবে,
সবে যে. গো. তোর, সবারি তুই !

১৬

তোর্ও এ জগৎ, তোর্ও এ ব্রহ্মাণ্ড,
তোরি হয়ে সবে দাঁড়া'ক ঘিরে,
আয় জগতেরে ভাল বাসিবারে,
ফিরে আয়, মোর মাথার কিরে !

শ্রীপ্রিয়-প্রসন্ন-রচায়ত্রী ।

হরিষে বিষাদ ।

আনন্দে ভাসিছে আজি সবার হৃদয়,
শরতের শশিসম,
স্নেহের বোনের মম
সুত আগমনে গৃহ পবিত্রতাময় ।
তার সে সৌন্দর্য্য রাশি,
তার সে মধুর হাসি,
আ মরি আ মরি যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায় । ১

নেহারি মুখানি তার সব দুঃখ ভার,
ভুলিবে মাতা যে তার,
ফেলে আনন্দাশ্রু ধার,
আনন্দে উথলি উঠে হৃদি পারাবার ।
কেন চায় এ নয়ন,
কেন রে অতৃপ্তমন,
চাহিতে তাদের পানে ইচ্ছা বার বার ?
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরায় । ২

হরিষে বিষাদ আজি হায় হায় হায় !
অই যে মায়ের কোলে,
প্রাণ হীন দেহ দোলে,
অনিত্য পৃথিবী এবে ছাদনে মিশায় ।
আজিরে কাঁদাতে কারে,
কাঁদি যে তাদের তরে,
পিতা মাতা পরিজন কাঁদিছে মিছায়,
অমূল্য রতন সে যে এ মর ধরায় । ৩

বোঝেনা বোঝেনা প্রাণ বোঝেনা মাতার,
সেযে গেছে শান্তিধাম,
তবুও মায়ের প্রাণ,
কিছুতে বোঝেনা আহা কাঁদে অনিবার,
মোরা পুন দুই দিনে,
মিলিব তাদের সনে,
কেঁদনা কেঁদনা মাতা কেঁদনাকে আর,
অমূল্য রতন সে যে এমর ধরায়। ৪
বিভু হে! তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার?
দেখিতেছি গৃহ আজি আলোকে আঁধার।
তব ইচ্ছা পূর্ণ করি,
তোমারি সান্ত্বনা-বারি,
ঢালি দাও প্রাণে সেই আকুলা মাতার।
হোক্ তোমাময় প্রাণ,
লইয়ে তোমার নাম,
হউক শীতল তাঁর ব্যাকুল হৃদয়;
তোমারি নামের পিতা হোক্ জয় জয়।৫

কুমারী রেবা বাই,
কটক।

সন্ধ্যা।

অবসান প্রায় দিবা,
এ সময়ে শোভা কিবা,
করেছে ধারণ প্রকৃতি সতী,
মন প্রাণ বিমোহন,
করি দৃশ্য দরশন,
আনন্দে মগন হয়েছে মতি।১

প্রকৃতির প্রিয় ছবি,
রক্তিম বরণ রবি,
বসেছে পশ্চিম আকাশ পাটে;
মনে বোধ হয় হেন,
সিন্দুরের ফোঁটা যেন,
শোভিছে প্রকৃতি সতী ললাটে।২

বহিছে শীতল বায়,
জুড়ায় তাপিত কায়,
পাখীগণ করে পুরবী গান;
যেন সবে সমস্বরে,
মঙ্গল আরতি করে,
মঙ্গলময়ের খুলিয়া প্রাণ।৩

শ্যামল শস্যের কোলে,
সুন্দর মঞ্জরী দোলে,
তার সনে খেলে মৃদুল বায়,
পড়িয়াছে তদুপর,
লোহিত ভানুর কর,
ঝিকি ঝিকি মরি কি শোভা পায়।৪

সারি সারি তরুরাজি,
সোণার মুকুটে সাজি,
কি শোভা ধরেছে হেরি নয়নে;
পাতাগুলি নড়ে ধীরে,
যেন তারা নতশিরে,
প্রণিপাত করে বিভু-চরণে।৫

ধন্য সেই চিত্রকর,
হেন মনোমুগ্ধকর,
করি যে রচিল বিশ্ব-ভবন;
প্রণিপাত পদে তাঁর,
করি আমি বার বার,
থাকে যেন তাঁর চরণে মন।৬

শ্রীনীঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩১৮ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৯৮—জুলাই ১৮৯১। | ৪র্থ কল্প। ৫ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মদিন—গত ২৪এ মে আমাদিগের সাম্রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া ৭২ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব ৫৪ বৎসর হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করিয়া অগণ্য প্রজার সুখশান্তি বর্দ্ধন করুন।

লেডী ডফারিণ—(১) এই ভারত-হিতৈষিণী মহিলা বিলাতে গিয়াও ভারতকে ভুলেন নাই। ভারতের স্ত্রী চিকিৎসার সাহায্যার্থে সম্প্রতি অক্সফোর্ডে এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং লেডী ডফারিণ একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। (২) ব্রাকহিথ নামক স্থানে তাঁহার উদ্যোগে কোন হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ এক সখের মেলা হয়, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলা দোকান খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন।

বিলাতে নিরামিষ রন্ধন—ভারতবর্ষের জনৈক সেনাধ্যক্ষের বিধবা পত্নী বিবী জি জনসন লণ্ডনে এক রন্ধনশালা খুলিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রণালীতে নিরামিষ রন্ধন করিয়া ভোক্তাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন। ইনি এদেশ হইতে পাকবিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ৫০ প্রকার চাট্‌নী প্রস্তুত করিতে জানেন। গ্লাসগো প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষীয় লুচির কাট্‌তী যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইংরাজ

সমাজে এ দেশের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের যথেষ্ট সমাদর হইবে।

বিবী গ্রিমউডের পুরস্কার— মণিপুরের মৃত রেসিডেণ্ট গ্রিমউডের পত্নী দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যবতী বলিতে হইবে। তিনি "Royal Red cross" রাজকীয় লাল ক্রস চিহ্নিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছেন। ৮ বৎসর হইল স্ত্রী লোকদিগের সম্মানার্থ এই নূতন সম্ভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধস্থলে আহত সৈনিক বা হাসপাতালে পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য সুবিখ্যাত কয়েকটী মহিলা ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ স্বর্ণমণ্ডিত পাড়ে শোভিত, বাহুতে "বিশ্বাস, আশা ও দয়া" এই তিনটী ধর্ম্মাঙ্গ ইংরাজীতে লিখিত। বিবী গ্রিমউড মণিপুর বিভ্রাটের মধ্যে যেরূপ বীরত্ব ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন,তাহাতে তিনি এই দুর্লভ পুরস্কারের উপযুক্ত।

ঈগল কর্ত্তৃক সন্তান হরণ— জর্ম্মনির হঙ্গেরী নগরে এক ঈগলপক্ষী ৩ বৎসরের একটী বালককে পিতামাতার সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে !!

মণিপুর সংবাদ— মহারাজা অমাত্য ও কয়েকটী ভ্রাতার সহিত ইতিপূর্ব্বে ধরা পড়িয়াছিলেন। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ মণিপুর হইতে অদূরে ছদ্মবেশে লুকাইয়া ছিলেন, ২ জন পুলিস কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হইয়াছেন। একজনের সহিত তাঁহার মল্লযুদ্ধ হইতেছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া পড়াতে তিনি পরাস্ত হইলেন। মণিপুরে এক সৈনিক কমিসন দ্বারা বিদ্রোহীদিগের বিচার হইতেছে।

বিধবা বিবাহ— পুনায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ভাণ্ডারকারের বিধবা কন্যার বিবাহ মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটী ১০ বৎসরে প্রথম বিবাহিত হইয়া ১৩ বৎসরে বিধবা হন, এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর। ভাণ্ডারকারকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য এক সভা হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের সপক্ষ সংখ্যা অধিক হওয়াতে বিপক্ষেরা বিফলমনোরথ হইয়াছেন।

মুসলমান স্ত্রী ডাক্তার— ক্রিমিয়ার কোন মুসলমান রমণী ওডেসা নগরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন। মুসলমান সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরনারী— আমেরিকার কোন পত্র সম্পাদক বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ও রমণীর নাম এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উত্তরদাতাকে পুরস্কার দিয়াছেন:—

রাজনীতিজ্ঞ—গ্লাডষ্টোন, সেনাপতি—কাউণ্ট ভন মোলটকি (সম্প্রতি মৃত) উপন্যাসলেখক—রবার্ট ষ্টিভেনসন, কবি—লর্ড টেনিসন, চিত্রকর—মিসনিয়ার, অভিনেতা—মেঃ আরভিং, গায়িকা—এডেলিনা পেটি, আইন ব্যবসায়ী—সার চার্ল্‌স রসেল, ইতিহাস লেখক—ই এ ফ্রিমান, বৈজ্ঞানিক—টিণ্ডাল, চিকিৎসক—ডাক্তার পাসটিউর, সঙ্গীত রচয়িতা—ভার্ডি, ইঞ্জিনিয়ার এফ ডি লিসেপ্স, আবিষ্কারক—এডিসন।

নারীচরিত।

ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি।

হেলেনা পেট্রোভ্না ব্লাভ্যাস্কি দক্ষিণ রুশিয়ার একটারিণোসলে নামক স্থানে ১৮৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মেকলেন বুবার নামক কোন ভদ্রবংশ রুশিয়ায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর পিতা কর্ণেল পিটর হান এই বংশোদ্ভব। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে আমরা কিছু অবগত নহি। কন্যার যেরূপ অসামান্য মনস্বিতা ও বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে পিতা বাল্যকালে তাহাকে যে কিছুমাত্র শিক্ষা দেন নাই, তাহা বোধ হয় না। হেলেনা পেট্রোভনা হানের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসর, তখন কর্ণেল ব্লাভ্যাস্কির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাত্রের বয়স ৬০ বৎসর। এরূপ অসদৃশ বিবাহ আমাদের দেশে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রায় হয় না। যাহাহউক প্রজাপতি দম্পতিকে সুখী করিলেন না। অচিরে অর্থাৎ মাস কয়েক পরে ইহাঁদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিবী ব্লাভ্যাস্কি পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বিদেশ ভ্রমণেচ্ছা ইহাঁর অন্তরে অত্যন্ত বলবতী ছিল। এই অল্প বয়সেই তুরস্ক, মিশর, গ্রীস এবং য়ুরোপের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৮৫১ সালে ইনি ক্যানেডায় যাত্রা করেন। ইহার পর ঐন্দ্রজালিক ভুডুদিগের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের নিউ অর্লিন্সে গমন করেন। তদনন্তর টেক্সাস দিয়া মেক্‌সিকোতে যান। মেক্‌সিকো হইতে উত্তমাশার জলপথ দিয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। নেপাল দিয়া তিনি তিব্বতে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। মান্দ্রাজ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়া যাবা ও সিঙ্গাপুর হইয়া য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তথায় দীর্ঘকাল না থাকিয়া দুই বৎসরকাল ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অবস্থিতি করেন। ১৮৫৫ সালে ভরেতবর্ষে পুনরায় আগমন করেন। চারিজন সঙ্গী সমভিব্যাহারে কাশ্মীর সীমান্ত-দেশ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে গমন করিবার জন্য পুনরুদ্যম করেন। তিনি ছদ্মবেশে পৌঁছিলেন, কিন্তু সঙ্গীগণ কেহ পৌঁছিতে সক্ষম হইল না। তথায় অনেক যোগী ঋষি মহাত্মা সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া পরম সুখিনী হইলেন এবং যোগাদি বহু দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষা করিলেন। শুনা যায় এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি বালুকাময় মরুভূমে পথহারা হন, একদল অশ্বারোহী দয়া করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষের

সীমা পর্য্যন্ত রাখিয়া যান। সিপাহী বিদ্রোহে দেশ ওতপ্রোত হইলে, ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাস্কি য়ুরোপে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ইংলণ্ডে ও জর্ম্মণিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া রুষিয়ায় পুনরাগমন করেন। ১৮৫৮ সালে ককেশসের পার্ব্বত্য দেশে অশ্বারোহণে পর্য্যটন করিতে করিতে অকস্মাৎ ভূতলশায়িনী হন। ইহাতে মেরুদণ্ডে বিলক্ষণ আঘাত লাগে। কথিত আছে যে, এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। আরোগ্য লাভ করিয়া য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করেন। একদা সমুদ্র পথে ভ্রমণ কালে অর্ণবযানে অগ্নি লাগিয়া সকলে বিনষ্ট হয়, কেবল তিনি আর দুই এক জন লোক রক্ষা পান। অতঃপর প্রেত তত্ত্বানুসন্ধানে সমুৎসুক হইয়া কেরো নগরে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে সে সভার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সালে আমেরিকায় পুনরায় গমন করেন। ছয়বৎসর কাল প্রধানতঃ নিউইয়র্ক নগরে বাস করেন এবং অধিকাংশ সময় প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানে ক্ষেপণ করেন। ১৮৭৫ সালে কর্ণেল অলকটের সহিত তাঁহার মিলন হয়। থিয়সফিকেল সোসাইটী সংস্থাপন এই সম্মিলনের ফল। ১৮৭৯ সালে উঁহারা দুইজনে ভারতবর্ষে আগমন করতঃ মান্দ্রাজে এক সভা সংস্থাপন করিয়া উহাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করেন এবং অন্য স্থানের সভাগুলিকে তাহার শাখায় পরিণত করেন এই সভা দ্বারা বিশেষ মঙ্গলকর কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে। এই সভার ৩টী প্রধান উদ্দেশ্য :—

(১) পৃথিবীর সকল জাতীয় লোককে এক ভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ করা।

(২) হিন্দুশাস্ত্র এবং পূর্ব্ব দেশীয় অন্যান্য শাস্ত্রের প্রচার।

(৩) প্রকৃতির অজ্ঞাত শক্তি সকলের আবিষ্কার ও স্ফুরণ।

যাঁহারা জানেন না বা জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা অবশ্য সভাকে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা জানেন বা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ইহার উদ্দেশ্য মধ্যে ঘৃণা করিবার কিছুই নাই, প্রত্যুত ভাল বাসিবার অনেক আছে। ইহাতে কোনও রূপ সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বিগণ এই সভাভুক্ত হইতে পারেন। সে যাহা হউক তদ্বিষয় আমাদিগের আলোচ্য নহে। ১৮৮৭ সাল হইতে ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কি মহানগরী লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। তথায় থাকিয়া লুসিফার নাম্নী পত্রিকার প্রচারারম্ভ করেন। অতঃপর সুবিখ্যাত নাস্তিকাগ্রগণ্যা বিবি আনি বেসাণ্টকে থিওজফি মতে দীক্ষিত করেন। এই বিদুষী যুবতী উঁহার সভার সভ্য হইয়া লুসিফার পত্রি-

কার সম্পাদন কর্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিতে থাকেন। ১৮৭৪ সালে Isis Unveiled'নামক বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। ১৮৮৮ সালে "The secret Doctrine, the Synthesis of scierce, Religion and Philosophy এবং ১৮৮৯ "The Key to Theosophy" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া জগৎকে চৎকৃত ,করিয়াছে। এ সমস্ত গ্রন্থ যে সে গ্রন্থ নহে। এই সমস্ত পুস্তকে কি আধ্যাত্মিকতা, কি তত্ত্ববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান যাবতীয় দুরূহ বিষয়ের গবেষণায় প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। পুস্তকগুলিতে রচয়িত্রীর হৃদয় ও মনের অলৌকিকী শক্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অপর কেহ ইহাদের কঠিন ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহেন।

"থিয়সফিষ্ট" নামে পত্রিকা পাঠে আমরা অবগত ছিলাম যে, ব্লাভাস্কি বহু দিবসাবধি রোগ ভোগ করিতেছিলেন। কখনও ভাল থাকিতেন, কখনও বা আবার অসুস্থ হইতেন। আমেরিকাস্থশাখা সভার উৎসব উপলক্ষে ইনি আহূত হন, কিন্তু পীড়া নিবন্ধন স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারাতে একখানি খেদ-সূচক পত্র লেখেন এবং তাঁহার শিষ্যা আনিবেজান্টকে তথায় পাঠাইয়া দেন। বিলাতে এক্ষণে বিষম শ্লৈষ্মিক পীড়া (সচরাচর যাহাকে ইন্‌ফ্লুএঞ্জা বলে) হইতেছে। ইহাঁরও এই পীড়া হয়। গত ৮ই মে তারিখে ১৯ সংখ্যক এভেনিউ রোড, রিজেন্ট পার্কস্থ সভার কার্য্যালয়ে ইহাঁর মৃত্যু হয়। পৃথিবীর নানা স্থানের সহৃদয় লোকগণ আজ ইহার শোকে বিহ্বল, অনেক সম্বাদ পত্র খেদোক্তিতে পরিপূর্ণ। ইহাঁর ইচ্ছানুসারে মৃতদেহ উকিং সমাধি ক্ষেত্রে দাহ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে তাঁহার অনেক বন্ধু ও মতাবলম্বীগণ এবং কতকগুলি ভারতবাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুহৃদ্‌বর্গ তাঁহার দেহের পবিত্র ভস্মাবশেষ স্ব স্ব গৃহে আনয়ন করিয়া সংরক্ষণ করিয়াছেন। ম্যাডাম ব্লাভ্যাস্কির ধর্ম্মমত ও কার্য্য প্রণালী যেরূপ হউক, তিনি একজন ভারতের পরম হিতৈষিণী ও গৌরববর্দ্ধিনী রমণী বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

উড়িষ্যার করণ জাতি।

বাঙ্গালার কায়স্থ এবং উড়িষ্যার করণে অনেক সৌসাদৃশ্য। পুরাণেতে কায়স্থ এবং করণ এক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে; তাহা ছাড়া সাধারণতঃ পদমর্য্যাদা এবং জাত্যভিমানের হিসাবেও উভয়ের মধ্যে অনেক মিল। ব্রাহ্মণের' পূর্ব্বকালে